IFIC

আমাদের কথা

নিউজলেটার

জানুয়ারি-জুন ২০২৬

আইএফআইসি

হাইলাইটস

ক্রিয়েটিভ কর্নার

ক্যারিয়ার উন্নয়ন

আপনার ভাবনা

সাফল্যের স্বাক্ষর

রং-তুলির গল্প

পূর্বকথা

২০২৬ আইএফআইসি'র সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের বছর। পাঁচ দশকের গৌরবময় পথচলা, অর্জন, অভিজ্ঞতা ও অবিচল বিশ্বাসের এক অনন্য মাইলফলক স্পর্শ করার বছর এটি। ১৯৭৬ সাল থেকে শুরু হওয়া দীর্ঘ এই পথচলা কেবল একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যাংকের উত্তরণের ইতিহাস নয়; বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আস্থা, দায়িত্ববোধ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা এক সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধনের প্রতিচ্ছবি।

একই ধারাবাহিকতায় ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন– বছরের প্রথম ছয় মাস ছিল নতুন প্রত্যাশা, পরিবর্তন ও অগ্রযাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংকিং পরিবেশের মধ্যেও আইএফআইসি ব্যাংক গ্রাহকসেবার মানোন্নয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং সেবার সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ সময়ে ব্যাংকের বিভিন্ন ব্যবসায়িক উদ্যোগ, ডিজিটাল ব্যাংকিং কার্যক্রম, গ্রাহকসেবার উন্নয়ন, সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মকাণ্ড এবং নানামুখী প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন আমাদের সম্মিলিত অগ্রযাত্রাকে করেছে আরও অর্থবহ। এসব কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে সহকর্মীদের পেশাদারিত্ব, আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীল ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এমনই এক তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে আইএফআইসি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ প্রকাশনা 'আমাদের কথা'র জানুয়ারি-জুন ২০২৬ সংখ্যা নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। এবারের সংখ্যায় বছরের প্রথমার্ধের উল্লেখযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম, বিভিন্ন উদ্যোগ ও আয়োজনের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে সহকর্মীদের অভিজ্ঞতা, সৃজনশীল ভাবনা, সাহিত্যচর্চা এবং ব্যক্তিগত অর্জনের নানা অনুষঙ্গ। কর্মক্ষেত্রের পরিচিত পরিসরের বাইরেও সহকর্মীদের প্রতিভা, অনুভূতি ও মননশীলতার যে সমৃদ্ধ জগৎ রয়েছে, তারই কিছু প্রতিফলন তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমরা।

আমাদের বিশ্বাস, একটি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত শক্তি তার মানুষের মধ্যে নিহিত। আইএফআইসি ব্যাংকের বিস্তৃত কর্মপরিসরে প্রতিদিন অসংখ্য সহকর্মী নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রায় অবদান রেখে চলেছেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা, ভাবনা ও অর্জনকে সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি পারস্পরিক পরিচিতি, সম্প্রীতি ও সহযোগিতার বন্ধনকে আরও দৃঢ় করাই 'আমাদের কথা'র অন্যতম উদ্দেশ্য।

'আমাদের কথা' কেবল একটি সাময়িকী নয়; এটি আমাদের সম্মিলিত স্মৃতি, সৃজনশীলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রীতির প্রতিফলন। এই প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করতে যারা লেখা, ছবি, অভিজ্ঞতা ও মূল্যবান মতামত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পাঠকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পরামর্শ আগামীতে এই আয়োজনকে আরও প্রাণবন্ত ও অর্থবহ করে তুলবে বলে আমরা আশাবাদী।

নতুন ভাবনা, নতুন সম্ভাবনা ও পারস্পরিক সম্প্রীতির সেতুবন্ধন হয়ে থাকুক 'আমাদের কথা'। সকল পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীর প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা।




IFIC
প্রতিদিনের ব্যাংকিং-এর
সহজ সমাধান
এক একাউন্টে
আইএফআইসি
আমার একাউন্ট
▪ সাধারণ সেভিংস একাউন্টের চেয়ে দ্বিগুণ মুনাফা
▪ কারেন্ট একাউন্টের মতো যত খুশি লেনদেন চার্জ ফ্রি*
▪ ডুয়েল কারেন্সি কার্ড সুবিধা
* শর্তাবলি প্রযোজ্য
২৪/৭ কাস্টমার কেয়ার
১৬২৫৫
www.ificbank.com.bd
IFICBankPLC

ভেতরের পাতায়

০৪ মাননীয় চেয়ারম্যান-এর শুভেচ্ছা বার্তা

০৫ ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর কথা

০৬ ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্ হাইলাইটস্

০৯ প্রোডাক্ট, সার্ভিস ও ধারাবাহিক কার্যক্রম

১৪ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য

১৫ নতুনের বার্তা

১৬ আইএফআইসি নিয়ে আপনার ভাবনা

২০ রং-তুলির গল্প

২১ কবিতা

২৪ গল্প ও স্মৃতিচারণ

৩১ ভ্রমণকথা

৩৩ ফটোগ্রাফি

৩৫ ইভেন্টস্

৪৭ সাফল্যের স্বাক্ষর

৪৯ পরিবারে যারা এলো

৫৯ যাদের হারিয়েছি



মাননীয় চেয়ারম্যান-এর শুভেচ্ছা বার্তা

প্রতিটি নতুন সময় আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার নতুন সম্ভাবনা ও প্রত্যয়ের দ্বার উন্মোচন করে। ২০২৬ সালের প্রথমার্ধ আইএফআইসি ব্যাংকের জন্য পরিবর্তন, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং ভবিষ্যতের জন্য আরও সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। পূর্ববর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা ও অর্জনকে পাথেয় করে আমরা গ্রাহকসেবা, ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছি। একই সঙ্গে ব্যাংকের প্রতি আমাদের গ্রাহক, অংশীজন ও সমাজের আস্থা আরও দৃঢ় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ও পরিবর্তনশীল ব্যাংকিং পরিবেশে টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য সুশাসন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা ও প্রযুক্তিনির্ভর সেবার কোনো বিকল্প নেই। এ সময়ে আমরা ঋণ ও বিনিয়োগের গুণগত মান উন্নয়ন, খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও আদায় কার্যক্রম জোরদার, আমানত সংগ্রহ বৃদ্ধি, ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবার সম্প্রসারণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেছি। পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তা, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন এবং পরিবেশবান্ধব ও টেকসই ব্যাংকিং কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

এই অগ্রযাত্রার মূল শক্তি আমাদের সহকর্মীরা। তাদের নিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব, সততা, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং দলগত প্রচেষ্টাই প্রতিকূলতার মধ্যেও ব্যাংককে এগিয়ে যাওয়ার সাহস ও সক্ষমতা প্রদান করে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের প্রতিটি সহকর্মীর দায়িত্বশীল ভূমিকা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টাই আইএফআইসি ব্যাংকের আগামী দিনের সাফল্যের ভিত্তি আরও শক্তিশালী করবে।

আইএফআইসি ব্যাংকের নিউজলেটার 'আইএফআইসি আমাদের কথা'-এর জানুয়ারি-জুন ২০২৬ সংখ্যাটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই প্রকাশনা আমাদের ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যক্রম, অর্জন ও উদ্যোগের পাশাপাশি সহকর্মীদের সৃজনশীলতা, চিন্তা ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কর্মক্ষেত্রে জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও ইতিবাচক চিন্তার বিকাশ আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করে এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে চলাই টেকসই সাফল্যের পথ। বর্তমানের প্রতিটি চ্যালেঞ্জকে আমরা উন্নতির সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতে চাই। গ্রাহকের আস্থা ও স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে একটি আধুনিক, দক্ষ, দায়িত্বশীল ও আস্থাভাজন ব্যাংক হিসেবে আইএফআইসি ব্যাংকের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে - এটাই আমাদের প্রত্যয়।

আমি আশা করি, 'আইএফআইসি আমাদের কথা'-এর এই সংখ্যাটি আমাদের সকল সহকর্মীর মধ্যে নতুন উদ্দীপনা, আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক শক্তির সঞ্চার করবে। একই সঙ্গে এটি আমাদের অর্জনকে স্মরণ করার পাশাপাশি ভবিষ্যতের আরও বড় লক্ষ্য অর্জনে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

মো. মেহমুদ হোসেন
চেয়ারম্যান
আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি



ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর কথা

পরিবর্তিত অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশার সঙ্গে একটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বও হয়ে ওঠে আরও বিস্তৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ। এমন এক পরিবর্তনশীল সময়ে আইএফআইসি ব্যাংকের নিউজলেটার 'আমাদের কথা'-এর জানুয়ারি-জুন ২০২৬ সংখ্যা প্রকাশের এই আয়োজনের যাত্রায় আপনাদের সঙ্গে কিছু কথা ভাগ করে নিতে পেরে আমি আনন্দিত ।

২০২৬ সালের প্রথমার্ধে আমাদের পথচলার সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল সম্মানিত গ্রাহকদের অব্যাহত আস্থা। জুন ২০২৬ শেষে আমাদের ব্যাংকের আমানত ৫৩ হাজার কোটি টাকা এবং কার্ড ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬ লাখ অতিক্রম করেছে। এই অর্জনগুলো কেবল সংখ্যাগত সাফল্য নয়; এগুলো আমাদের প্রতি গ্রাহকদের আস্থা ও ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের প্রতিফলন।

আমাদের লক্ষ্য শুধু ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি নয়; বরং সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সম্পদের গুণগত মান নিশ্চিত করে একটি শক্তিশালী, আধুনিক ও টেকসই ব্যাংক গড়ে তোলা। ঋণ পুনরুদ্ধার, রিটেইল ও সিএমএসএমই ব্যবসার সম্প্রসারণ এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং ও বাংলা কিউআর-এর মতো আধুনিক সেবা শক্তিশালী করার মাধ্যমে আমরা সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছি।

এই অগ্রযাত্রার মূল শক্তি আমাদের মানবসম্পদ। সহকর্মীদের নিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব, মেধা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টাই প্রতিটি অর্জনের ভিত্তি। আর 'আমাদের কথা' আমাদের সেই বৃহৎ পরিবারের নিজস্ব একটি পরিসর– যেখানে সাফল্যের পাশাপাশি আমাদের ভাবনা, অভিজ্ঞতা ও সৃজনশীলতারও প্রতিফলন ঘটে।

এই পথচলায় সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় ও পরিচালনা পর্ষদের দূরদর্শী দিকনির্দেশনার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। একই সঙ্গে সকল সহকর্মী, গ্রাহক, শেয়ারহোল্ডার ও শুভানুধ্যায়ীর প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ– আপনাদের আস্থা ও সহযোগিতাই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা।

আমাদের সম্মিলিত পথচলা আরও দূর এগিয়ে যাক, আরও সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করুক– এই হোক আমাদের অঙ্গীকার। সকলের সুস্বাস্থ্য, সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

সৈয়দ মনসুর মোস্তফা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি

হাইলাইটস্

ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্ ডিভিশন

টোটাল অ্যাসেট

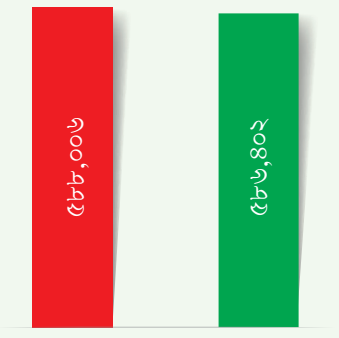

লোন ও অ্যাডভান্স

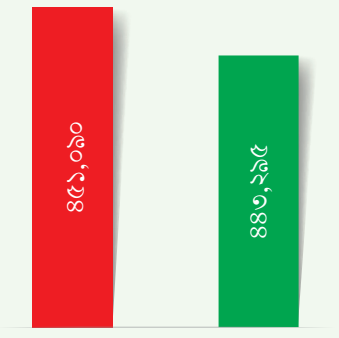

ডিপোজিট

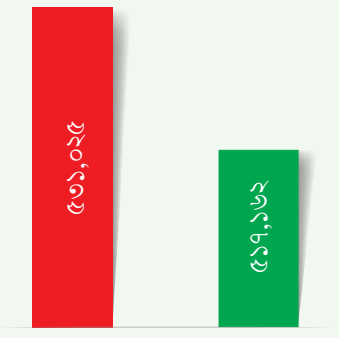

রিটেইল ডিপোজিট

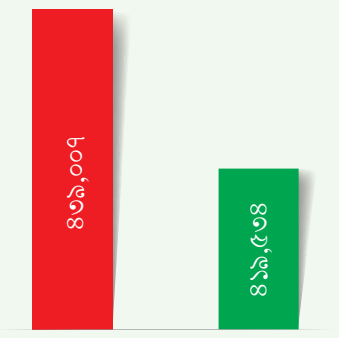

আইএফআইসি আমার একাউন্ট

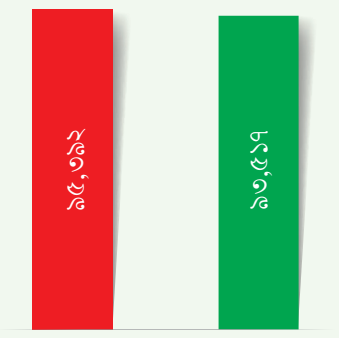

আইএফআইসি আমার ভবিষ্যৎ

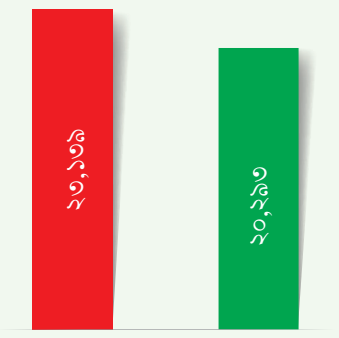

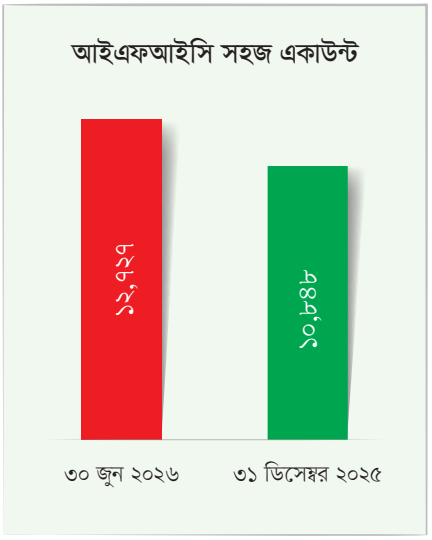

প্রথম অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন অনুসারে ব্যাংকের মোট সম্পদের পরিমাণ ০.২৭% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮৮,০০৬ মিলিয়ন টাকা, যা বিগত বছরের তুলনায় ১,৬০৪ মিলিয়ন টাকা বেশি। একই সময়ে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ বিগত বছরের তুলনায় ২.৬৮% বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩১,০২৫ মিলিয়ন টাকায় উপনীত হয়েছে, যার মধ্যে রিটেইল আমানতের পরিমাণ মোট আমানতের ৮২.৬৭%। ব্যাংকের মোট ঋণ স্থিতি বিগত বছরের তুলনায় ৭,৭৯৫ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫১,০৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ব্যাংকের ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট 'আইএফআইসি আমার একাউন্ট'-এর বর্তমান স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৯৫,৩৯২ মিলিয়ন টাকা, যা বিগত বছরের তুলনায় ২.০১% বেশি। এছাড়াও 'আইএফআইসি আমার ভবিষ্যৎ' এবং 'আইএফআইসি সহজ একাউন্ট'-এর স্থিতি বিগত বছরের তুলনায় যথাক্রমে ১৪.০৩% এবং ১৭.৩৩% বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২৩,১৩৯ মিলিয়ন টাকা এবং ১২,৭২৭ মিলিয়ন টাকা।



IFIC Islamic | শুদ্ধতা ও বরকতের সমন্বয়

মুদারাবা সেভিংস একাউন্ট

মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়,
নিরাপদ আগামীর পথে

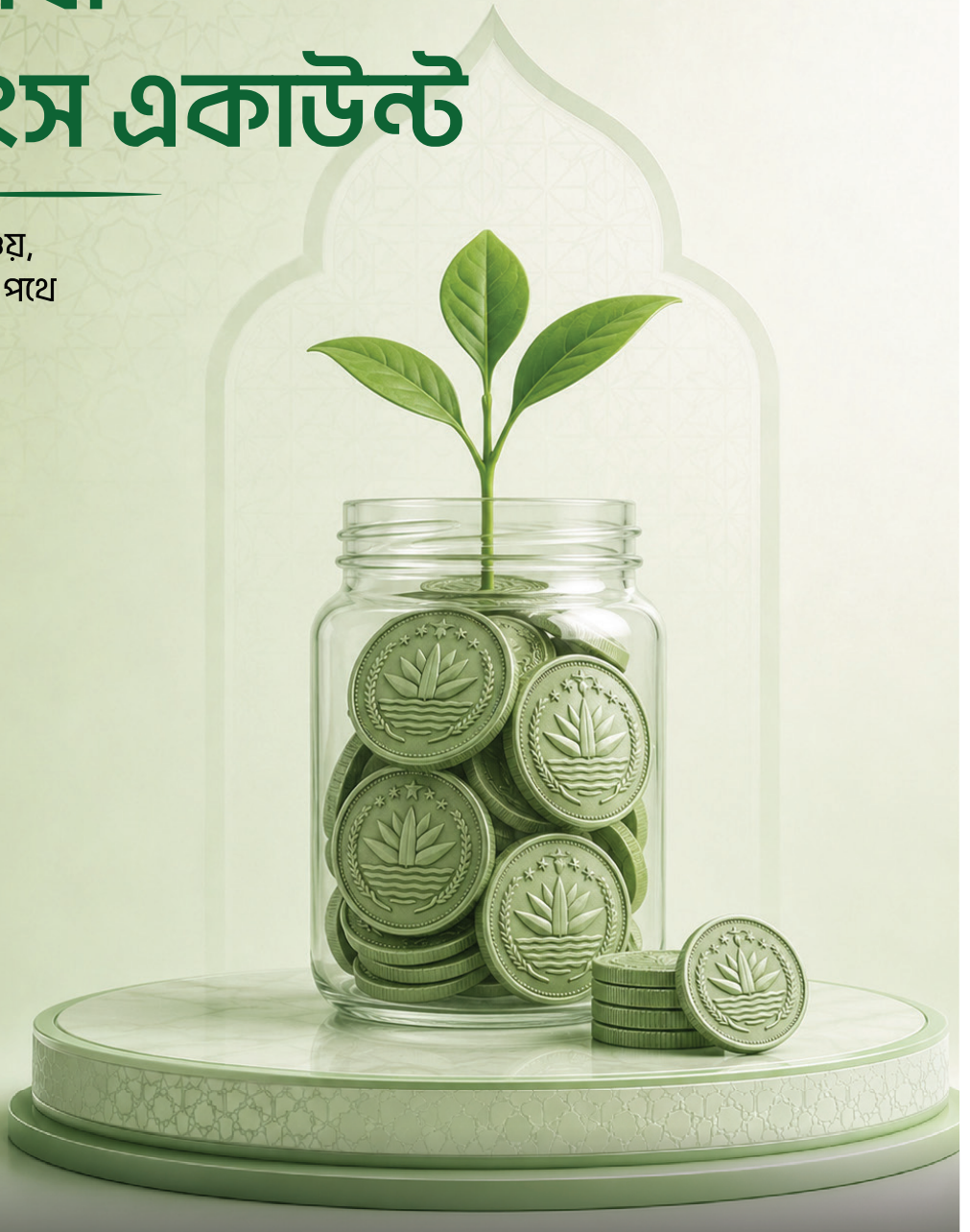

২৪/৭ কাস্টমার কেয়ার
১৬২৫৫

www.ificbank.com.bd
IFICBankPLC

প্রোডাক্ট, সার্ভিস ও ধারাবাহিক কার্যক্রম

IFIC Islamic | শুদ্ধতা ও বরকতের সমন্বয়

আইএফআইসি ব্যাংকের ইসলামিক ব্যাংকিং লোগো ও দেশব্যাপী ইসলামিক সেবা ডেস্ক-এর উদ্বোধন



আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রমকে আরও সুসংহত ও গ্রাহকসেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামিক ব্যাংকিং লোগো উন্মোচন ও স্লোগান ঘোষণা করেছে। একই সঙ্গে গ্রাহকদের জন্য আরও সহজ, দ্রুততর ও কার্যকর সেবা নিশ্চিত করতে পাঁচটি ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো এবং সারা দেশে ইসলামিক ব্যাংকিং সেবা ডেস্ক-এর উদ্বোধন করা হয়।

রাজধানীর আইএফআইসি টাওয়ারের মাল্টিপারপাস হলে ২৭ এপ্রিল ২০২৬ আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মো. মেহমুদ হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে লোগোটি উন্মোচন করেন এবং 'শুদ্ধতা ও বরকতের সমন্বয়' শীর্ষক স্লোগান ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তিনি শাখা ও উপশাখায় ব্যাংকিং সেবা ডেস্ক কার্যক্রমের শুভ সূচনা ঘোষণা করেন। এ সময় অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দসহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সমালোচনা থেকে নেতৃত্বের পথে

সৈয়দা তানজিনা বেগম

ব্যাংকিং পেশা শুধু হিসাব-নিকাশের নয়; এটি মানুষের সঙ্গে কাজ করার, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং প্রতিদিন নিজেকে আরও দক্ষ ও যোগ্য করে তোলার এক নিরন্তর যাত্রা। এই পেশায় প্রতিটি দিনই নতুন চ্যালেঞ্জ, নতুন শিক্ষা এবং নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে।



দীর্ঘ কর্মজীবনে প্রশংসার পাশাপাশি সমালোচনাও এসেছে। কখনও আমার স্পষ্টভাষিতা, কখনও দৃঢ় ব্যক্তিত্ব কিংবা কাজের প্রতি অতিরিক্ত আন্তরিকতাকে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে উপলব্ধি করেছি, প্রতিটি মতামতের মধ্যেই আত্মবিশ্লেষণের সুযোগ রয়েছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে আরও পরিণত, আরও ভারসাম্যপূর্ণ এবং আরও পেশাদার হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

আমি বিশ্বাস করি, নেতৃত্ব মানে কর্তৃত্ব নয়; নেতৃত্ব মানে দায়িত্ব গ্রহণ, সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া, নতুন পথ তৈরি করা এবং দলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলা। একজন প্রকৃত নেতা নিজের স্বার্থের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেন এবং চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত করেন। বর্তমান ব্যাংকিং জগতে এই নেতৃত্বের গুণাবলি একটি অপরিহার্য দক্ষতা।

আমার কর্মজীবনে সবসময় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে প্রচলিত সীমার বাইরে গিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছি। কঠিন কাজকে সহজ ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা, ছোট বিষয়কেও গুরুত্ব দিয়ে দেখা এবং প্রতিটি দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা– এসবই আমার পেশাগত বিশ্বাসের অংশ। কারণ আমি মনে করি, ব্যাংকিংয়ে কোনো কাজই ছোট নয়; প্রতিটি কাজই গ্রাহকের আস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের সুনামের সঙ্গে জড়িত। আমার কাছে ব্যক্তিগত অর্জনের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা না করে প্রতিদিন নিজের সক্ষমতাকে আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। আমার প্রতিটি উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল ব্যাংকের জন্য মূল্য সংযোজন করা, গ্রাহকের আস্থা অর্জন করা এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি ইতিবাচক কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা।

কর্মজীবনের একটি বড় প্রাপ্তি হলো– যারা আমার কাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তারাই আবার আমার নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা এবং দায়িত্ববোধের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে আমি আরও বড় দায়িত্ব পালনের যোগ্য। এই বিশ্বাস আমার কাছে যেকোনো পুরস্কারের চেয়েও মূল্যবান।

আজ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, একজন ভালো ব্যাংকারের পরিচয় শুধু তার পদবি বা অবস্থানে নয়; বরং তার সততা, কর্মনিষ্ঠা, নেতৃত্বের গুণাবলি, শেখার মানসিকতা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবিচল অঙ্গীকারে। এই মূল্যবোধগুলোই আমার পথচলার প্রেরণা। সামনে যত চ্যালেঞ্জই আসুক, শেখার আগ্রহ, ইতিবাচক মনোভাব এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়েই আমি এগিয়ে যেতে চাই।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০১০৭৫
স্টক এক্সচেঞ্জ শাখা, ঢাকা

একটি ক্লিক, একটি ভুল... তারপর? ফিশিং সম্পর্কে সচেতনতা : প্রতিটি ব্যাংক কর্মীর দায়িত্ব

মো. শওকত আলী

সোমবার সকাল। শাখায় কাজের ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। গ্রাহকদের সেবা, বিভিন্ন অনুমোদন, ই-মেইল যাচাই– সবকিছুই চলছে স্বাভাবিক গতিতে। এমন সময় একজন কর্মকর্তার ইনবক্সে একটি ই-মেইল আসে। প্রেরকের নাম দেখে মনে হলো এটি ব্যাংকের আইটি বিভাগ থেকে পাঠানো। বিষয় লেখা ছিল– "Urgent: Password Expiry Notice – Immediate Action Required"।

ই-মেইলে উল্লেখ করা হয়েছে, নিরাপত্তাজনিত কারণে আগামী ৩০ মিনিটের মধ্যে পাসওয়ার্ড আপডেট না করলে অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। নিচে একটি লিংকও দেওয়া ছিল। ব্যস্ততার কারণে কর্মকর্তা বিষয়টি ভালোভাবে যাচাই না করেই লিংকে ক্লিক করলেন। সেখানে ব্যাংকের লগইন পেজের মতো দেখতে একটি ওয়েবসাইট খুলল। তিনি নিজের ইউজার আইডি (User ID), পাসওয়ার্ড (Password) এবং ওটিপি (OTP) প্রদান করলেন। কয়েক মিনিট পর বুঝতে পারলেন তিনি কোনো অফিসিয়াল সিস্টেমে নয়, বরং একটি ভুয়া (Fake) ওয়েবসাইটে তথ্য দিয়েছেন। সৌভাগ্যবশত দ্রুত আইটি ও সাইবার সিকিউরিটি টিমকে জানানোয় অ্যাকাউন্ট ব্লক, পাসওয়ার্ড পরিবর্তন এবং অন্যান্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। ফলে বড় ধরনের ক্ষতি এড়ানো যায়।

এই ঘটনাটি কাল্পনিক হলেও বাস্তবে প্রতিদিন বিশ্বের অসংখ্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঠিক এমন ফিশিং আক্রমণের শিকার হচ্ছে।



ফিশিং (Phishing) কী?

ফিশিং হলো এমন একটি সাইবার প্রতারণা, যেখানে আক্রমণকারী নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচয়ে উপস্থাপন করে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে গোপন তথ্য, যেমন :

- User ID
- Password
- OTP
- Card Information
- Customer Data
- Banking Credentials

প্রতারণার মাধ্যমে সংগ্রহ করার চেষ্টা করে।

বর্তমানে ই-মেইল ছাড়াও SMS, WhatsApp, Messenger, QR Code, এমনকি ফোন কলের মাধ্যমেও ফিশিং পরিচালিত হচ্ছে।

কেন ব্যাংক কর্মীরা বেশি ঝুঁকিতে?

একজন ব্যাংক কর্মকর্তা প্রতিদিন এমন তথ্য ও সিস্টেম নিয়ে কাজ করেন, যা অত্যন্ত সংবেদনশীল। একটিমাত্র ভুলের মাধ্যমে–

- গ্রাহকের তথ্য ফাঁস হতে পারে;
- ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ সিস্টেম ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে;
- আর্থিক ক্ষতি হতে পারে;
- ব্যাংকের সুনাম ক্ষুণ্ন হতে পারে;
- নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে জবাবদিহিতার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

মনে রাখতে হবে : সাইবার আক্রমণকারীরা প্রযুক্তির পাশাপাশি মানুষের অসতর্কতাকেও মূল লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহার করে।

কীভাবে বুঝবেন এটি ফিশিং?

নিচের লক্ষণগুলো দেখলে সতর্ক হোন :

- অচেনা বা সামান্য পরিবর্তিত ই-মেইল ঠিকানা;
- অস্বাভাবিক জরুরি (Urgent) বা ভয়ভীতি প্রদর্শনকারী ভাষা;
- Login, OTP বা Password চাওয়া;
- সন্দেহজনক Link বা Attachment;
- বানান বা ভাষাগত অসঙ্গতি;
- অফিসিয়াল ডোমেইনের পরিবর্তে ভিন্ন ওয়েবসাইট।

নিজেকে এবং ব্যাংককে কীভাবে সুরক্ষিত রাখবেন?

১. **ক্লিক করার আগে যাচাই করুন :** কোনো লিংকে ক্লিক করার আগে Sender ও URL ভালোভাবে পরীক্ষা করুন।

২. **কখনোই Password বা OTP শেয়ার করবেন না :** ব্যাংকের আইটি বিভাগ বা সাইবার সিকিউরিটি টিম কখনোই ই-মেইল, ফোন বা মেসেজের মাধ্যমে আপনার Password বা OTP চাইবে না।

৩. **সন্দেহজনক ই-মেইল রিপোর্ট করুন :** যেকোনো সন্দেহজনক ই-মেইল পাওয়া মাত্রই Cyber Security Team-কে জানান।

৪. **অফিসিয়াল ওয়েবসাইট নিজে টাইপ করে প্রবেশ করুন :** ই-মেইলের লিংক ব্যবহার না করে ব্রাউজারে অফিসিয়াল ঠিকানা নিজে লিখে প্রবেশ করুন।

৫. **সচেতন থাকুন :** নিয়মিত সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করুন।

মনে রাখুন : সাইবার নিরাপত্তা শুধু আইটি বা সাইবার সিকিউরিটি টিমের দায়িত্ব নয়; এটি ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারির যৌথ দায়িত্ব।

একটিমাত্র অসতর্ক ক্লিক পুরো প্রতিষ্ঠানের জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। আবার একটি সচেতন সিদ্ধান্ত সেই ঝুঁকি সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করতে পারে।

প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, সাইবার নিরাপত্তার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা এখনো একজন সচেতন মানুষ।

বার্তা একটাই–

"ক্লিক করার আগে ভাবুন, যাচাই করুন, তারপর সিদ্ধান্ত নিন। আপনার সচেতনতাই ব্যাংকের সবচেয়ে শক্তিশালী সাইবার প্রতিরক্ষা।"

এমপ্লয়ি আইডি : ০০২৭৬১
ডেটা প্রসেসিং অ্যান্ড আইটি সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট, প্রধান কার্যালয়

PDISAD: পুরোনো কাগজের নতুন জীবন, সবুজ ভবিষ্যতের পথে

মোঃ মাজহারুল ইসলাম

প্রতিটি কাগজেরই একটা গল্প থাকে। 'এখন তাদের নতুন জীবনের সময় এসেছে।'

ঢাকার এক ব্যস্ত সকালে IFIC Bank PLC-এর Archiving Management বিভাগের ম্যানেজার মো. মাজহারুল ইসলাম GTLR ও হাটখোলা ডকুমেন্ট ওয়্যারহাউসের সর্বশেষ সংরক্ষণ রিপোর্ট পর্যালোচনা করতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ করলেন। বছরের পর বছর ধরে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা ও উপশাখা থেকে সংরক্ষিত বিপুল পরিমাণ নথি সেখানে জমা হয়েছে। অনেক ডকুমেন্টের সংরক্ষণ মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং নিয়ম অনুযায়ী সেগুলো ডিসপোজ করতে হবে।

প্রশ্ন ছিল, 'ডিসপোজ তো করতেই হবে, কিন্তু কীভাবে?'

অনেক প্রতিষ্ঠান এখনো পুরোনো কাগজ পুড়িয়ে ধ্বংস করে। এতে কাজ সহজ হয়, কিন্তু পরিবেশের ক্ষতি হয় প্রচুর। কার্বন ডাই-অক্সাইড, ক্ষতিকর ধোঁয়া, ছাই এবং সূক্ষ্ম বস্তুকণা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

মাজহার মনে মনে ভাবলেন, "IFIC Bank শুধু একটি ব্যাংক নয়, এটি একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান। আমাদের কাজের মধ্যেও পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রমাণ থাকতে হবে।"

কিন্তু মাজহারের মনে একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগল, "ডিসপোজ করা মানেই কি ধ্বংস করা? নাকি এর মধ্যেও পরিবেশ রক্ষা, ব্যয় সাশ্রয় এবং টেকসই উন্নয়নের সুযোগ লুকিয়ে আছে?"

এই চিন্তা থেকেই তিনি একটি নতুন কার্যক্রমের ধারণা তৈরি করলেন।



PDISAD: একটি নতুন যাত্রার শুরু

তিনি এই উদ্যোগের নাম দিলেন : PDISAD: Physical Document Inspection, Segregation, Archiving & Disposal।

মাজহার বিশ্বাস করতেন, ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনা শুধুই সংরক্ষণ বা ধ্বংসের বিষয় নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচক্র। এক দিন GTLR ওয়্যারহাউসে তিনি মিতু, সিদ্দিক, তাসকির, খায়ের ভাই এবং জামিল ভাইকে নিয়ে একটি মিটিং করলেন।

তিনি বললেন, "আমরা শুধু পুরোনো কাগজ সরানোর প্রকল্প করছি না। আমরা এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, যেখানে প্রতিটি ডকুমেন্ট সঠিকভাবে যাচাই হবে, শ্রেণিবিন্যাস হবে, নিরাপদে সংরক্ষণ হবে এবং প্রয়োজন শেষে পরিবেশবান্ধব উপায়ে পুনর্ব্যবহার হবে।"

তাসকির আগ্রহভরে বলল, "ভাইয়া, তাহলে আমরা কোথা থেকে শুরু করব?"

মাজহার বড় একটি ম্যাপ সামনে রেখে বললেন, "আমরা বিভিন্ন টিমে ভাগ হয়ে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা ও উপশাখার ডকুমেন্ট PDISAD করব। প্রত্যেক টিম নির্দিষ্ট ব্রাঞ্চের দায়িত্ব নেবে।"

গল্পের নায়কেরা কাজে নেমে পড়ল

মিতু, সিদ্দিক, তাসকির, খায়ের ভাই ও জামিল ভাইসহ একাধিক টিম গঠন করা হলো। প্রতিটি টিমের কাজ ছিল : Physical Inspection, Segregation, Archiving Review এবং Disposal Assessment করা।

প্রতিদিন GTLR এবং হাটখোলা ওয়্যারহাউস যেন কর্মচাঞ্চল্যে ভরে উঠত। কোথাও ট্রাঙ্ক খোলা হচ্ছে, কোথাও পুরোনো রেকর্ড যাচাই করা হচ্ছে, কোথাও ডিসপোজেবল ডকুমেন্ট শনাক্ত করা হচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা হাজার হাজার ফাইল, ভাউচার, স্টেটমেন্ট এবং প্রশাসনিক ডকুমেন্ট ধৈর্যসহকারে পরীক্ষা করা হচ্ছিল।

মিতু বলল, "ভাবতেই অবাক লাগে, এসব কাগজ একসময় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ছিল।"

খায়ের ভাই হাসলেন, "প্রতিটি কাগজেরই একটা গল্প থাকে। এখন তাদের নতুন জীবনের সময় এসেছে।"

Segregation: গুরুত্বপূর্ণ আর অপ্রয়োজনীয়কে আলাদা করা

PDISAD-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল Segregation।

ডকুমেন্টগুলো চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হলো : স্থায়ী সংরক্ষণযোগ্য, দীর্ঘমেয়াদি আর্কাইভযোগ্য, ডিসপোজেবল এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ।

সিদ্দিক অত্যন্ত যত্নের সাথে প্রতিটি তালিকা প্রস্তুত করছিল। প্রতিটি ডিসপোজেবল ডকুমেন্ট আলাদা চিহ্নিত করা হচ্ছিল যাতে কোনো প্রয়োজনীয় নথি ভুলবশত ধ্বংস না হয়।

জামিল ভাই বললেন, "সুশাসন বা Governance আসলে এটাই। সঠিক নথি সঠিক জায়গায় রাখা এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া।"

ট্রাঙ্কেরও নতুন জীবন আছে

পরিদর্শনের সময় একটি বিষয় সবার নজরে এল। শত শত ডকুমেন্ট ট্রাঙ্কের মধ্যে অনেকগুলোই সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত। আগে হলে এগুলো বাতিল করে নতুন ট্রাঙ্ক কেনা হতো। কিন্তু এবার মাজহারের সিদ্ধান্ত ভিন্ন ছিল।

তিনি বললেন, "যা মেরামত করে ব্যবহার করা যায়, তা ফেলে দেওয়া ESG-এর নীতির সঙ্গে যায় না।"

ফলে একটি Reuse Program শুরু হলো। ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাঙ্কের লক পরিবর্তন করা হলো, হ্যান্ডেল মেরামত করা হলো, জং পরিষ্কার করা হলো, পুনরায় রং করা হলো এবং ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হলো।

মিতু বিস্মিত হয়ে বলল, "ভাইয়া, এগুলো তো একেবারে নতুনের মতো হয়ে গেছে।"

খায়ের ভাই বললেন, "এটাই তো Circular Economy– নতুন কেনার আগে পুরোনোটার জীবন বাড়িয়ে দেওয়া।" এর ফলে নতুন সম্পদ ক্রয়ের প্রয়োজন কমেছে।

Disposal নয়, নিরাপদ পুনর্জন্ম

অবশেষে এলো Disposal-এর সময়। কিন্তু এখানে মাজহারের নির্দেশ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট, "কোনো ডকুমেন্ট সরাসরি রিসাইক্লিংয়ে যাবে না। প্রথমে তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।"

তাই ডিসপোজেবল ডকুমেন্টগুলো প্রথমে বড় শ্রেডিং মেশিনে টুকরো টুকরো করা হলো। শত শত বক্স ভরা নথি কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজে পরিণত হলো। গ্রাহকের তথ্য আর ব্যাংকের তথ্য– সকল গোপন তথ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে গেল। এরপর এই শ্রেড করা কাগজ অনুমোদিত রিসাইক্লিং প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর করা হলো। সেখানে এগুলো আবার নতুন কাগজ তৈরির কাঁচামালে পরিণত হলো।

তাসকির একদিন শ্রেড করা কাগজের বস্তার দিকে তাকিয়ে বলল, "আজ এগুলো কাগজের টুকরো। কিন্তু কয়েক মাস পর হয়তো এগুলো আবার নতুন খাতা, নতুন বই কিংবা নতুন অফিস পেপার হবে।"

যেখানে Green Banking এবং ESG বাস্তবে রূপ নেয়

কয়েক মাসের কঠোর পরিশ্রম শেষে ফলাফল সামনে এলো। মাজহার স্লাইডে কিছু তথ্য দেখালেন, "ধরুন, আমরা ৬ টন কাগজ পুড়িয়ে ফেলতাম। এতে প্রায় ৯.৭৮ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে চলে যেত এবং ১০৪ গিগাজুল তাপ নির্গমন হতো। কিন্তু আমরা রিসাইকেল করেছি, এজন্য এই কার্বন ডাই-অক্সাইড ও তাপ নির্গমন পুরোপুরি এড়ানো সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রায় ১০২টি পরিণত গাছের সমপরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা গেছে।"

মিতুর চোখ বড় হয়ে গেল, "ভাইয়া, ১০২টি গাছ!"

জামিল ভাই মৃদুস্বরে বললেন, "মানে আমরা একটা ছোট বন বাঁচিয়েছি এবং সেই সাথে আমরা শুধু ধোঁয়াই কমাইনি, তাপদূষণও কমিয়েছি।"

"হ্যাঁ," হাসলেন মাজহার, "একটি ছোট সিদ্ধান্তও বড় প্রভাব ফেলতে পারে।"

সিদ্দিক বলল, "তাহলে তো এটা শুধু কাগজ ব্যবস্থাপনা নয়, পরিবেশ রক্ষার প্রকল্পও।"

"ঠিক তাই," মাজহার উত্তর দিলেন।

তাসকির জানতে চাইল, "ভাইয়া, এর সাথে ESG আর Green Banking-এর সম্পর্ক কী?"

মাজহার কিছুক্ষণ থেমে বললেন, "ESG-এর E মানে Environment, অর্থাৎ পরিবেশ। আমরা যখন কাগজ রিসাইকেল করি, তখন পরিবেশ রক্ষা করি। S মানে Social, অর্থাৎ সমাজের প্রতি দায়িত্ব। আর G মানে Governance, অর্থাৎ সুশাসন। এই তিনটি বিষয় একসাথে বাস্তবায়ন করাই ESG।"

খায়ের ভাই নীরবে শুনছিলেন। হঠাৎ তিনি বললেন, "আমাদের সময়ে কাগজ মানে ছিল শুধু অফিসের নথি। আজ বুঝতে পারছি, প্রতিটি কাগজের সাথেও পরিবেশের একটি সম্পর্ক আছে।"

সবাই তখন মাজহারের দিকে তাকাল। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, "PDISAD শুধুই একটি প্রকল্প নয়। এটি IFIC Bank-এর দায়িত্বশীল ব্যাংকিং, ESG বাস্তবায়ন এবং টেকসই ভবিষ্যতের প্রতি অঙ্গীকার। আমরা পুরোনো কাগজ ধ্বংস করিনি, আমরা তাদের নতুন জীবন দিয়েছি।" আর দায়িত্বশীল একটি সিদ্ধান্তের মূল্য কখনো শুধু টাকায় মাপা যায় না।

আর এভাবেই PDISAD হয়ে উঠল IFIC Bank PLC-এর ESG, Green Banking এবং Circular Economy-এর এক অনন্য সফলতার গল্প, যেখানে পুরোনো কাগজ, পুরোনো ট্রাঙ্ক এবং দায়িত্বশীল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠল এক সবুজ ভবিষ্যতের পথচলা।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪১৬৫
টেকনিক্যাল প্রোকিউরমেন্ট অ্যান্ড আর্কাইভিং ম্যানেজমেন্ট
প্রধান কার্যালয়

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য

নতুন নিয়োগকৃত কর্মকর্তার সংখ্যা **৪৪৯** জন

পুরুষ
৪৩১ জন
(৯৬%)

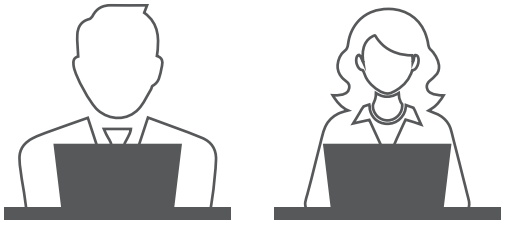

নারী
১৮ জন
(৪%)

নারী-পুরুষ কর্মীর সংখ্যা **৫,৭৮৮** জন

পুরুষ
৪১৮৯ জন
(৭২.৩৭%)

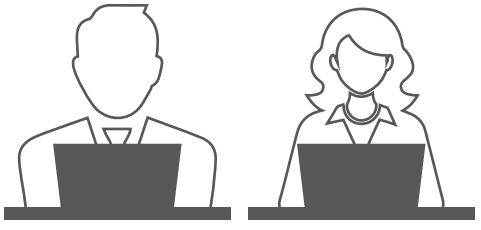

নারী
১৫৯৯ জন
(২৭.৬৩%)

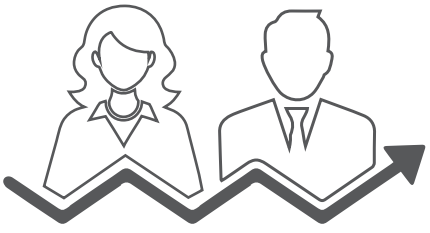

মোট পদোন্নতি
৫৫৯ জন



পরিবারের নবজাতক শিশু সদস্য
১১৭ জন



প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের ধরন	গ্রহীতার সংখ্যা
(ক) কোর ব্যাংকিং	১,৪৩০
(খ) সফ্‌ট স্কিল	৭২৪
(গ) অপারেশনাল এক্সিলেন্স	১০,২৫০
(ঘ) ওয়েবিনার	১৯

নতুনের বার্তা

জনাব আবদুল্লাহ আল হাফিজ

হেড অব ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট



আইএফআইসি ব্যাংকের হেড অব ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (CRM) হিসেবে যোগদান করেছেন জনাব আবদুল্লাহ আল হাফিজ। তিনি মূলত ব্যাংকের কর্পোরেট, CMSME এবং রিটেইল ফাইন্যান্সিং সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করার পাশাপাশি একটি শক্তিশালী ও বৈচিত্র্যময় সম্পদমান নিশ্চিত করা, সম্ভাব্য ঋণক্ষতি হ্রাস করা ও বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশনা পরিপালন নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন।

প্রায় ২৫ বছরের ব্যাংকিং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনাব হাফিজ ২০০১ সালে ঢাকা ব্যাংকে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। আইএফআইসি ব্যাংকে যোগদানের পূর্বে তিনি ট্রাস্ট ব্যাংকে বিভিন্ন শাখা ও CRM ডিভিশনে সুনামের সাথে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি ক্রেডিট, RMG এবং শাখা পরিচালনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

জনাব হাফিজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাইন্যান্সে স্নাতকোত্তর এবং ব্যাংকিংয়ে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন।



আইএফআইসি নিয়ে আপনার ভাবনা

বিশ্বাসের আলো

রাজু দেব নাথ

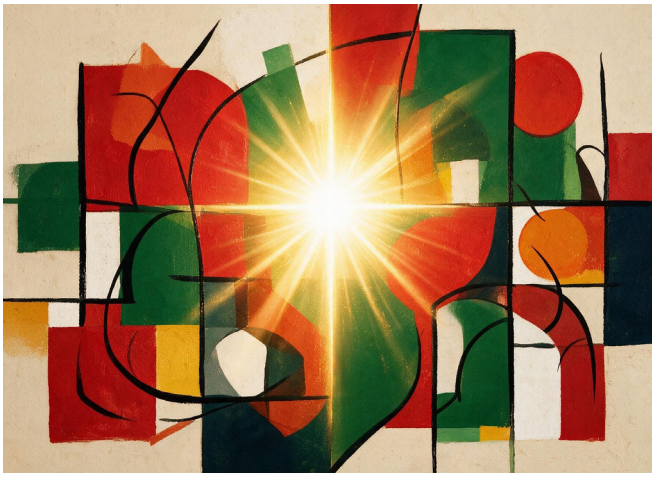

সকালটা অন্য দিনের মতোই শুরু হয়। অফিসে প্রবেশের আগে কাঁচের দরজায় নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে একবার তাকাই। মনে মনে বলি, আজও যেন কেউ আমার সেবায় আস্থা খুঁজে পায়। এই একটি ভাবনাই প্রতিদিন নতুন উদ্যমে কাজ করার শক্তি দেয়। আইএফআইসি ব্যাংকের ডেস্কে বসার পর বুঝতে শিখেছি– ব্যাংকিং কেবল টাকা জমা, উত্তোলন কিংবা হিসাবের অঙ্ক নয়; ব্যাংকিং মানে মানুষের স্বপ্নকে নিরাপদ রাখা, বিশ্বাসকে সম্মান করা এবং প্রয়োজনের সময় নির্ভরতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

একদিন এক প্রবীণ ভদ্রলোক ব্যাংকে এসেছিলেন। হাতে একটি পুরোনো ব্যাগ, চোখে কিছুটা উদ্বেগ। তিনি আধুনিক ব্যাংকিং সেবার সঙ্গে খুব পরিচিত ছিলেন না। ধীরে ধীরে তার কাজগুলো সম্পন্ন করে, প্রতিটি ধাপ বুঝিয়ে দিলাম। সবশেষে তিনি মুচকি হেসে বললেন, "বাবা, আজ মনে হলো ব্যাংকে নয়, আপনজনের কাছেই এসেছিলাম।" সেদিন বুঝেছিলাম, একজন ব্যাংকারের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার পদবি নয়– তার ব্যবহার। একটু সুন্দর আচরণ, একটি আন্তরিক হাসি কিংবা কয়েক মিনিট সময় নিয়ে কথা বলা কখনো কখনো হাজারো আনুষ্ঠানিকতার চেয়েও মূল্যবান হয়ে ওঠে।

আইএফআইসি ব্যাংক আমাকে শিখিয়েছে, সাফল্য শুধু আর্থিক সূচকে সীমাবদ্ধ নয়; প্রকৃত সাফল্য হলো মানুষের বিশ্বাস অর্জন। প্রতিটি গ্রাহক একটি গল্প নিয়ে আসেন– কারও নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা, কারও সন্তানের শিক্ষার স্বপ্ন, কারও জীবনের দীর্ঘদিনের সঞ্চয়। সেই গল্পগুলোর নিরাপদ অংশীদার হওয়াই আমাদের দায়িত্ব। এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে গিয়ে আমি শিখেছি সময়ের মূল্য, শৃঙ্খলার শক্তি, দলগত কাজের সৌন্দর্য এবং সততার মর্যাদা। প্রতিটি সহকর্মী, প্রতিটি অভিজ্ঞতা এবং প্রতিটি কর্মদিবস আমাকে আরও দক্ষ, আরও দায়িত্বশীল এবং আরও মানবিক করে তুলেছে।

বিশ্ব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। প্রযুক্তি ব্যাংকিং সেবাকে আরও সহজ করেছে, কিন্তু একটি বিষয় কখনো বদলায়নি– মানুষের বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসই আইএফআইসি ব্যাংকের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত সেবা এবং দক্ষ কর্মীদের সমন্বয়ে এই ব্যাংক শুধু আর্থিক সেবা দিচ্ছে না; মানুষের স্বপ্নকে এগিয়ে নেওয়ার শক্তিও জোগাচ্ছে। দিন শেষে যখন অফিস থেকে বের হই, তখন মনে হয় আজ হয়তো শত শত কাগজে স্বাক্ষর করেছি, অসংখ্য লেনদেন সম্পন্ন করেছি। কিন্তু এর চেয়েও বড় প্রাপ্তি হলো– কিছু মানুষের মুখে স্বস্তির হাসি দেখতে পেরেছি। সেই হাসিই আমার কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

আমি গর্বের সঙ্গে বলি, আমি এমন একটি প্রতিষ্ঠানের অংশ, যার ভিত্তি বিশ্বাস, যার শক্তি সেবা, আর যার স্বপ্ন দেশের মানুষের সঙ্গে এগিয়ে চলা। আমার কাছে আইএফআইসি ব্যাংক শুধু একটি কর্মস্থল নয়; এটি আমার দায়িত্ব, আমার শিক্ষা, আমার অনুপ্রেরণা এবং আমার গর্ব। কারণ একটি ব্যাংক ভবন দিয়ে তৈরি হয়, কিন্তু একটি মহান ব্যাংক তৈরি হয় মানুষের বিশ্বাস, সততা ও ভালোবাসা দিয়ে। আর সেই বিশ্বাসের নাম– আইএফআইসি ব্যাংক।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৪৭১
দর্শনা শাখা, চুয়াডাঙ্গা

আস্থার প্রতিশ্রুতি : আইএফআইসি ব্যাংকের সঙ্গে আমার পথচলা

মোঃ সাদ্দাম হোসেন



একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পথচলা কখনো শুধুই কর্মজীবনের অধ্যায় নয়; কখনো তা হয়ে ওঠে আত্মগঠন, দায়িত্ববোধ এবং আস্থা অর্জনের এক নিরন্তর অভিযাত্রা। আমার কাছে আইএফআইসি ব্যাংকের সঙ্গে পথচলা ঠিক তেমনি একটি গল্প– যেখানে প্রতিটি দিন ছিল শেখার, প্রতিটি দায়িত্ব ছিল নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারের, আর প্রতিটি সাফল্য ছিল একটি সম্মিলিত প্রয়াসের প্রতিফলন।

১০ জানুয়ারি ২০২১, এই দিনটি আমার পেশাজীবনের এক অবিস্মরণীয় সূচনা। আইএফআইসি ব্যাংকের টানবাজার শাখায় যোগদানের মধ্য দিয়ে আমি এমন একটি প্রতিষ্ঠানের অংশ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করি, যার মূল শক্তি শুধু তার আর্থিক সক্ষমতা নয়, বরং মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা, সেবার উৎকর্ষ এবং আস্থার ঐতিহ্য। প্রথম দিন থেকেই সিনিয়রদের দিকনির্দেশনা, সহকর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতা এবং একটি ইতিবাচক কর্মসংস্কৃতি আমাকে উপলব্ধি করিয়েছে– ব্যাংকিং একটি পেশা নয়; এটি মানুষের বিশ্বাস রক্ষার এক মহৎ দায়িত্ব।

পরবর্তী সময়ে কেরানীগঞ্জ শাখার অধীন ইস্ট চড়াইল উপশাখায় TSO হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ আমার পেশাগত ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করে। মাঠপর্যায়ের ব্যাংকিং কার্যক্রম, ওয়ান স্টপ সার্ভিস, গ্রাহকের প্রয়োজন অনুধাবন, নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বাস্তব প্রয়াস আমাকে শিখিয়েছে, প্রতিটি সফল ব্যাংকিং সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে বিশ্বাস, আন্তরিকতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতি।

২০২২ সালের এপ্রিল মাসে ভুঁইঘর শাখার অধীন দেলপাড়া বাজার উপশাখায় অফিস ইনচার্জ (Officer In-Charge) হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে আমার দায়িত্বের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়। নতুন কর্মপরিবেশ, নতুন লক্ষ্য এবং বৃহত্তর প্রত্যাশার মধ্যেও একটি বিষয় সবসময় স্পষ্ট ছিল– সাফল্য কখনো একার হয় না; এটি গড়ে ওঠে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সমন্বিত পরিকল্পনা এবং একটি অভিন্ন লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিরলসভাবে কাজ করার মধ্য দিয়ে।

দেলপাড়া বাজার উপশাখার অগ্রযাত্রায় শাখা ব্যবস্থাপক এবং কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজার (CSM) স্যারদের দূরদর্শী নেতৃত্ব, বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত এবং ধারাবাহিক দিকনির্দেশনা আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছে। তাদের নেতৃত্বে কর্মকর্তা, সহকর্মী এবং সহায়ক কর্মীদের সমন্বিত প্রচেষ্টা এমন একটি কর্মসংস্কৃতি গড়ে তুলেছে, যেখানে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের চেয়ে দলগত সাফল্যই সর্বোচ্চ মূল্য পেয়েছে।

যখন দেলপাড়া বাজার উপশাখায় দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখন মোট ডিপোজিট ছিল প্রায় ১৫ কোটি টাকা। সুপরিকল্পিত বিপণন কার্যক্রম, গ্রাহককেন্দ্রিক সেবা, ধারাবাহিক ফলো-আপ এবং সর্বোপরি একটি নিবেদিতপ্রাণ দলের সম্মিলিত প্রয়াসে আমরা ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যেতে থাকি। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালের জুন মাসে দেলপাড়া বাজার উপশাখা রুরাল ক্যাটাগরিতে ডিপোজিটের ভিত্তিতে সারা বাংলাদেশে তৃতীয় স্থান অর্জনের গৌরব লাভ করে। এই অর্জন আমাদের জন্য শুধু একটি পুরস্কার নয়; বরং টিমওয়ার্ক, সুশাসন এবং গ্রাহকের আস্থার এক উজ্জ্বল স্বীকৃতি।

সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আমাদের অগ্রযাত্রা থেমে থাকেনি। নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, সুসংগঠিত ব্যাবসায়িক পরিকল্পনা এবং গ্রাহককেন্দ্রিক সেবার মাধ্যমে ২০২৬ সালের ১০ মে দেলপাড়া বাজার উপশাখার মোট ডিপোজিট ৫৭ কোটি টাকারও বেশি মাইলফলক স্পর্শ করে। এই অর্জন কোনো একক ব্যক্তির নয়; এটি নেতৃত্ব, আস্থা, অধ্যবসায় এবং একটি ঐক্যবদ্ধ দলের সম্মিলিত নিষ্ঠার উজ্জ্বল দলিল।

এই দীর্ঘ পথচলায় আমি উপলব্ধি করেছি, একজন ব্যাংকারের প্রকৃত পরিচয় সংখ্যায় নয়, বরং মানুষের বিশ্বাসে। প্রতিটি গ্রাহকের সন্তুষ্টি, প্রতিটি সফল সম্পর্ক এবং প্রতিটি আস্থার বন্ধনই আমাদের পেশাগত সাফল্যের প্রকৃত মানদণ্ড। সততা, জবাবদিহিতা, আন্তরিকতা এবং সেবার উৎকর্ষ– এই চারটি মূল্যবোধই আমার প্রতিটি কর্মদিবসের প্রেরণা।

"সেবায়, সাফল্যে, আস্থায় আইএফআইসি ব্যাংক"– এই অঙ্গীকার শুধু একটি স্লোগান নয়; এটি আমাদের প্রতিদিনের কর্মপ্রেরণা, আমাদের পেশাগত পরিচয় এবং আমাদের ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা। আইএফআইসি ব্যাংকের একজন সদস্য হিসেবে আমি বিশ্বাস করি, আস্থা অর্জনের এই যাত্রা কখনো থেমে থাকে না। প্রতিটি নতুন সকাল আমাদের সামনে নিয়ে আসে নতুন দায়িত্ব, নতুন সম্ভাবনা এবং উৎকর্ষের নতুন আহ্বান। সেই আহ্বানকে ধারণ করেই আমরা এগিয়ে চলি– গ্রাহকের আস্থা, প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় অর্থবহ অবদান রাখার প্রত্যয়ে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫৭৬১
মুক্তারপুর শাখা, মুন্সীগঞ্জ

সফলতার গল্প :
রাতারাতি নয়, অধ্যবসায়ের প্রতিফলন

আর কে আসিফ খান



পরপর তিনবার Outstanding Performer, প্রতিবারই শতভাগ টার্গেট অর্জন– বাইরে থেকে দেখলে অনেকের কাছেই এটি সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু সত্যিই কি সফলতা এত সহজে ধরা দেয়? এর পেছনে থাকে অসংখ্য পরিকল্পনা, অধ্যবসায়, আত্মসমালোচনা এবং নীরব ত্যাগের গল্প।

ক্যারিয়ারের পথে নিজেকে অসংখ্যবার নতুন করে গড়ে তুলতে হয়েছে। পরিবর্তন করেছি আমার gesture, posture, এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদও। শিখেছি ধৈর্যশীল শ্রোতা হতে। পরিস্থিতি অনুযায়ী vocal range নিয়ন্ত্রণ করেছি, নিজের উপস্থাপনাকে আরও পরিণত করেছি। প্রত্যাখ্যান বহুবার আত্মবিশ্বাসকে তলানিতে নামিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ব্যর্থতাই আমাকে আরও প্রস্তুত করেছে। রাত জেগে শেখা, অনুশীলন আর আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার সেই নিরন্তর প্রচেষ্টাই ধারাবাহিকভাবে সফল হতে সাহায্য করেছে।

সত্যি বলতে, সফলতার কোনো শর্টকাট নেই। অধ্যবসায়, নিয়মিত পরিশ্রম এবং শেখার আগ্রহই একজন মানুষকে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। সফলতা রাতারাতি আসে না; অসংখ্য নির্ঘুম রাত, ছোট ছোট উন্নতি এবং অবিচল প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই একদিন সফলতা দরজায় কড়া নাড়ে।

একজন Public Service Provider হিসেবে আমি মনে করি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো একজন ধৈর্যশীল শ্রোতা হওয়া। মানুষ যখন অনুভব করে আপনি মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছেন এবং আন্তরিকভাবে সমাধান দিতে চাইছেন, তখনই সম্পর্কের ভিত শক্ত হয়। আর সেখান থেকেই শুরু হয় দীর্ঘমেয়াদি আস্থার গল্প।

কখনোই নিজেকে অসহায় আবেদনকারীর মতো উপস্থাপন করবেন না। মনে রাখবেন, আপনি একজন সেবক– আপনার কাজ মানুষের সমস্যার সমাধান করা। আত্মবিশ্বাস ধরে রাখুন এবং আপনার পণ্য বা সেবাকে মানুষের প্রয়োজনের সমাধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করুন। নিজেকে পরিপাটি ও আত্মবিশ্বাসীভাবে উপস্থাপন করুন, প্রতিযোগীদের সম্পর্কে জানুন, নিজের সেক্টর ও প্রোডাক্ট সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখুন। সময়মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং প্রয়োজনে হিসাবকৃত ঝুঁকি নেওয়ার সাহসই একজন পেশাজীবীকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। Ownership, Leadership এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের দক্ষতা– এই তিনটি গুণই একজন সফল সার্ভিস প্রোভাইডারের অন্যতম শক্তি।

আমাদের ইন্ডাস্ট্রির একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো Communication Gap। অনেক সময় ভালো পণ্য বা দক্ষতা থাকার পরও কার্যকর যোগাযোগের অভাবে আমরা পিছিয়ে পড়ি। তাই সিনিয়রদের অভিজ্ঞতা থেকে শেখা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং সফল মানুষের অভিজ্ঞতা জানার প্রতি আগ্রহী হওয়া জরুরি। শেখা বন্ধ হয়ে গেলে উন্নতিও থেমে যায়।

সবশেষে একটি বিষয় বলতেই হয়। আমরা অনেক সময় মনে করি, পণ্য বিক্রি করলেই দায়িত্ব শেষ। অথচ সত্যিকারের Role Model-রা জানেন, বিক্রয়ের পরই সম্পর্কের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। নিয়মিত খোঁজ নিন, আপনার সেবা বা পণ্য ঠিকভাবে কাজ করছে কি না। এই ছোট্ট যত্নই গ্রাহকের আস্থা বাড়ায়, দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং ভবিষ্যতের Sales Pipeline-কে আরও শক্তিশালী করে।

সফলতা কখনোই কেবল একটি অর্জনের নাম নয়; এটি প্রতিদিন নিজেকে একটু একটু করে আরও ভালো মানুষ ও আরও ভালো পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তোলার এক অবিরাম যাত্রা।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৮৩৬
মনিপুর বাজার উপশাখা, গাজীপুর

নতুন অফিসারদের জন্য কিছু পরামর্শ

মো. আবদুল্লাহ আল মামুন লিখন

ক্যাশের দায়িত্বে যেসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে :

- অ্যাকাউন্ট নম্বর
- চেকের নম্বর
- চেকের তারিখ
- পোস্টিং দেওয়ার সময় টাকার পরিমাণ লেখার পর অবশ্যই দশমিক দেওয়া
- জমা স্লিপ বা চেকে টাকার ডেনোটেশন লিখে রাখা
- জমা স্লিপ বা চেকে কাটাকাটি হলে সেখানে স্বাক্ষর নেওয়া
- ৫০,০০০ টাকার বেশি জমা অথবা উত্তোলনের ক্ষেত্রে :
  - অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের কাছ থেকে কল কনফার্মেশন নেওয়া এবং তা লিখে রাখা
  - বেয়ারারের ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ফটোকপি নেওয়া এবং তা সত্যায়িত করা
- ৫ লাখ টাকা কিংবা তার বেশি জমা বা উত্তোলনের ক্ষেত্রে বেয়ারারের Short KYC নেওয়া



দ্রুত ক্যাশ মেলানোর টিপস :

- পোস্টিং জমিয়ে না রাখা
- খুচরা টাকাগুলো নোট অনুসারে সাজিয়ে রাখা, যেমন : ১,০০০ টাকার নোটগুলো একসাথে রাখা
- কাজের ফাঁকে ফাঁকে খুচরা নোটগুলোর বান্ডিল করে ফেলা এবং অবশ্যই ডাবল চেক করে নেওয়া
- পেটি ক্যাশের হিসাব লিখে রাখা।

স্পেশাল টিপস :

- ভুল করলে সাথে সাথেই সিনিয়রকে জানাতে হবে
- যত দ্রুত ভুল সম্পর্কে জানা যাবে, তত তাড়াতাড়ি সমাধান করা সম্ভব
- বিশেষ করে ভুল পোস্টিং হলে অবশ্যই অতি দ্রুত সিনিয়রকে জানাতে হবে
- সহকর্মী ও স্টাফদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে
- পাশাপাশি গ্রাহকদের সাথেও সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০১১৩৪৯
করোটিয়া শাখা, টাঙ্গাইল



রং-তুলির গল্প

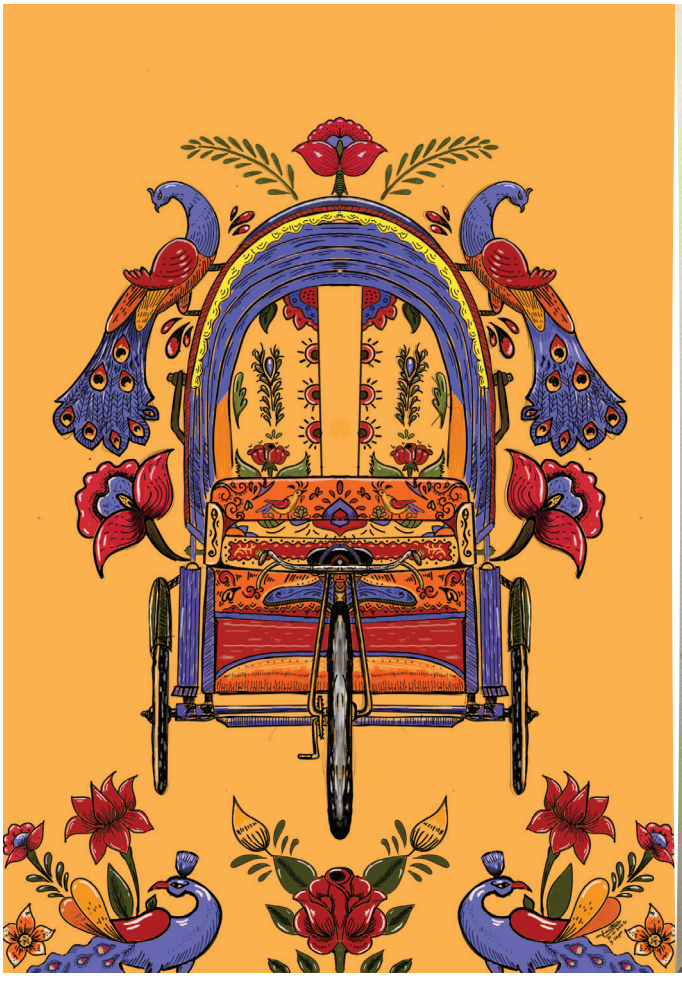



জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৬৬১
ফটিকছড়ি শাখা, চট্টগ্রাম

কবিতা

পৃথিবীর গোপন ব্যাকরণ

প্রশান্ত কুমার শীল



একদিন ভোরের ঠিক আগমুহূর্তে দেখলাম–
কুয়াশা মাটি থেকে জন্ম নিচ্ছে;
আকাশ কিন্তু তাকে প্রসব করেনি!
বরং বহু শতাব্দী ধরে নীরবে থাকা শিকড়েরা–
নিজেদের সাদা স্মৃতি ধীরে ধীরে ওপরে পাঠিয়েছে!

আর সেই থেকে–
বটগাছের ছায়ারা আর ছায়া নেই!
সে মৃত ঋতুগুলোর দীর্ঘ শরীরে–
নতুন পাখির কণ্ঠ ধার করে কথা বলে!

নদীকে কখনো জল বহন করতে দেখিনি!
সে বহন করে অসমাপ্ত প্রতিধ্বনি–
ডুবে যাওয়া নৌকার কাঠ,
অচেনা মাছের ঘুম,
আর সেই সব বৃষ্টির নাম–
যাদের পৃথিবীতে পড়ার অনুমতি শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়েছিল!

ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে যেসব বাতাস হুড়মুড়িয়ে যায়–
তাদের ছায়া কখনো মাটিতে পড়ে না।
কারণ বাতাসের ভেতরে–
আরও একটি অদৃশ্য বাতাস বাস করে,
যে কেবল ঘাসের স্বপ্নে হেঁটে বেড়ায়!

পাহাড়েরা নাকি আজকাল হাঁটে–
কিন্তু মানুষের চোখে নয়!
তারা স্থান বদলায়–
নক্ষত্রের অন্যমনস্কতার ফাঁকে;
সকাল হলে যেমন মানচিত্র–
পুরোনো অভ্যাসে তাদের আবার আগের জায়গায় এঁকে দেয়।

আমি বিশ্বাস করি,
প্রতিটি শিশিরবিন্দুর ভেতরে
একটি সম্পূর্ণ আকাশ উল্টো হয়ে ঝুলে থাকে;
আর একটি সূর্য ওঠা মানে
অসংখ্য ক্ষুদ্র মহাবিশ্বের
একযোগে বিলীন হয়ে যাওয়া নয়!

এই পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা
সম্ভবত শব্দ নয়–
শুকনো পাতার ধীরে ভেঙে পড়া,
মাটির নিঃশব্দ গন্ধ,
অথবা নদীর সেই দীর্ঘশ্বাস,
যা কেউ কোনোদিন শোনেনি,
যদিও সমুদ্র প্রতিদিন–
তার উত্তর লিখে রাখে জোয়ারের অক্ষরে!

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৭০৪
ডেটা প্রসেসিং অ্যান্ড আইটি সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট, প্রধান কার্যালয়

শ্রদ্ধাভাজন

প্রদীপ চন্দ্র দাস



নিতান্তই সৌজন্যবোধ থেকে নয়,
এমনকি পারিপার্শ্বিক কোনো চাপেও নয়,
শ্রদ্ধায় মাথা নত হয় দায়িত্ববোধ থেকেই!

যেজন শুধু জ্ঞানার্জনেই উদ্বুদ্ধ করেন না,
প্রকৃত মানসিকতাসম্পন্ন আদর্শবান করে
গড়ে তোলার ব্যাপারেও তিনি সদা ব্যস্ত!

আমাদের অজ্ঞতা মোচনে তার জুড়ি মেলা ভার,
নিজেদের জাত চিনতে শিখি, সে-ও তার কল্যাণে।
বস্তুতপক্ষে তিনিই আমাদের স্বপ্নদ্রষ্টা!

নিজ স্বার্থ জলাঞ্জলি দেন আমাদের স্বার্থের জন্য,
তার সময়জ্ঞান খুবই স্বচ্ছ!

আমরা বিশ্বপরিমণ্ডলে নিজেদের মেলে ধরতে পারছি–
এর নেপথ্যের কারিগরও তিনি!

তিনি আনন্দে লুটোপুটি খান আমাদের সাফল্যে,
হিমালয় জয়ও খুব সহজ হয়ে যায়–
যদি তিনি একটু হাত বুলিয়ে দেন।

সত্যিকার অর্থেই তিনি একজন বিরল প্রতিভা,
তিনি পিতৃতুল্য...

আমরা অবধারিতভাবেই তার চরণে নমি,
তিনি আর কেউ নন, তিনি শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৩১৭১
আরশিনগর শাখা, ঢাকা

স্বরাজ ফুল

নুরেন দূর্দানী

বহুকাল ধরে এই পৃথিবী–
একই রোদ, একই বৃষ্টির স্নানে ধোয়া,
তবুও ভোর আসে ফিসফিসিয়ে,
জেগে ওঠে নীলচে ছোঁয়ায়।

কোনো কোনো রাত
চাঁদের শীতল জোছনা মেখে
পৃথিবীর পথ-প্রান্তরজুড়ে
উজাড় করে দিয়ে যায় আলো।

ভেসে ভেসে বেড়ায় মুহুর্মুহু বাতাস,
গাছগাছালি থেকে ঝরে যায় পাতা;
কোনো নিরালায় মায়ের জীবনের
এই ঝরে পড়াটুকুই অনামা আত্মত্যাগ।

তুমি যদি বলো সুখের সন্ধান,
ফুল ফোটারও থাকে গভীর অভিমান!
শিশুর জন্ম যেন অনাবৃত সরস,
সুখের অনন্ত সাগর থেকে
তীরে ভেসে আসে অশ্রুর বালুকণা।

পাখিরা প্রতিদিন গান গায়,
তাদের সব সুরে তো আনন্দ থাকে না;
অদৃশ্য বিষাদের ছায়া
ডানার ভাঁজে লুকিয়ে রাখে তারা,
মুখের আলো কোথায় গিয়ে মিশে যায়?

মায়ের পায়ে অবাধ কৈশোর ফেলে,
কোনো শিশুর চুমু খাওয়া কপালে
লাওহে মাহফুজের বাতাস এসে–
কার নীরবতায় দীর্ঘ দুপুর
ফুলের গন্ধ হয়ে বেঁচে থাকে?

সুবাতাস ছড়িয়ে যায়...
দক্ষিণে, পুবে...
ঊর্ধ্বমুখী সকল শুভ্র আঙিনায়।

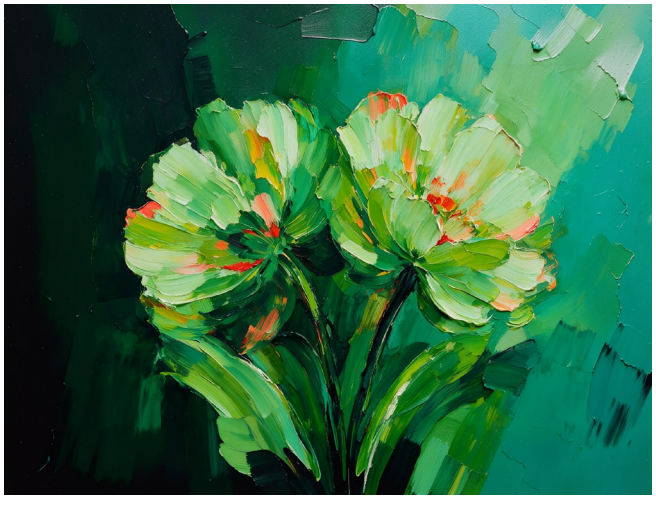

হালকা-পালকা মেঘ হয়ে,
অনাবৃত সারস মায়ের কোল ছেড়ে–
স্বরাজ ফুল হয়ে ফোটে তাই!

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫৭৫৩
তালতলা উপশাখা, ঢাকা

প্রশ্নবোধক চিহ্ন

মোসাঃ সুরাইয়া আক্তার উর্মি

এটা কি সত্য, নাকি মিথ্যা?



সত্য আর মিথ্যার মাঝখানে
যে ধূসর নীরবতা দাঁড়িয়ে থাকে,
তার নাম কী?
ভালোবাসা কি সত্যিই চিরন্তন,
নাকি সময়ের কাছে হেরে যাওয়া
একটি ক্ষণিকের প্রতিশ্রুতি?
মানুষ কি সত্যিই মানুষকে হারায়,
নাকি হারিয়ে ফেলে
নিজের ভেতরের মানুষটাকে?
আচ্ছা, যার জন্য রাতভর প্রার্থনা করি,
সে-ই যদি দূরে চলে যায়,
তবে প্রার্থনা কি অপূর্ণ রয়ে যায়?
স্বপ্নগুলো কি ভেঙে যায়,
নাকি আমরা ঘুম ভাঙার পর
তাদের আর চিনতে পারি না?
জীবন কি কেবল পাওয়ার হিসাব,
নাকি হারানোর হিসাব,
নাকি পাওয়া-হারানোর মাঝের
কোনো এক অন্তর্নিহিত নীরবতা?
আচ্ছা, অন্তরে ক্ষত কেন হয়?
সেই ক্ষতগুলো কারা দেয়?
মানুষ দেয়, নাকি প্রিয় মানুষগুলো?
কেন কিছু প্রশ্নের উত্তর
সময়ও দিতে পারে না?
আচ্ছা! যদি উত্তরহীনতাই সত্য হয়,
তবে এত প্রশ্নের জন্ম কেন?
শেষ পর্যন্ত আমাকে বলবে কি–
শান্তি কি সত্যিই কোথাও আছে,
নাকি শান্তিও
একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন?

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৬৩১
বড় বাজার শাখা, খুলনা

অনুভূতি

মনীষা খন্দকার

তীব্র এক অনুভূতি–
সুখ, দুঃখ, অভিমান নাকি প্রাপ্তির,
অথবা সম্মিলিত।
সুখ ভবিষ্যতের প্রাপ্তিতে,
দুঃখ বর্তমানের অভাববোধে,
অভিমান অতীতের অনুপস্থিতিতে,
প্রাপ্তি নতুনের পরিচয়ে।

সুখ-দুঃখ, অভিমান ও প্রাপ্তির আবর্তনে
এ এক সূচনা, এক পরিপক্বতা।

জীবনের অর্থ কোনো অনুভূতিতে সীমাবদ্ধ নয়,
জীবনের অর্থ সামনে এগিয়ে যাওয়াতে,
এগিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণে;
বাঁচতেই হবে মাথা উঁচু করে নিজের পরিচয়ে।

তাই তীব্র এক অনুভূতি নিজের পরিচয়ের পরিচিতিতে।
অনুভূতির রং নীল, লাল, সবুজ, সাদা।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৩৯২২
সিআরএম ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়

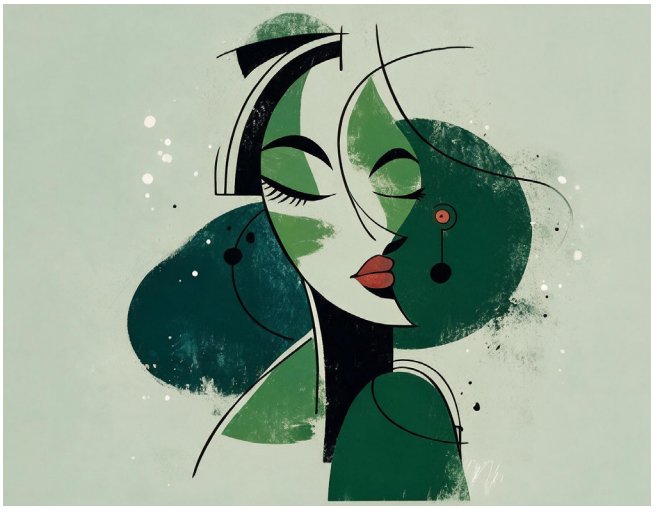

গল্প ও স্মৃতিচারণ

সমাপ্তির ওপারে এক স্বপ্ন

তারজিনা রহমান

মায়ের চলে যাওয়াটা যেন সুহাসিনীর মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ার মতো ছিল। আসলে 'আকাশ ভেঙে পড়া' কথাটা নিছকই একটি উদাহরণ মাত্র; কষ্টের মাত্রাটা এই কথার গভীরতার চেয়েও প্রখর। মা ছিলেন তার একমাত্র বিশ্বাস, একমাত্র ভরসা। সেই ভরসার ছায়া সরে যেতেই সন্তান, সংসার আর চাকরি– সব যেন তার কাছে ঢেউয়ের মতো হয়ে গিয়েছিল; একসাথে সবকিছু সামলে চলা অসম্ভব মনে হতে লাগল। অসম্ভবকেও সে কিছুদিনের জন্য সম্ভব করে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তারপর সময় এসে বুঝিয়ে দিল– সব অসম্ভবেরই একদিন শেষ হয়।

কয়েক বছর পর

সকাল ৯ টা। সুহাসিনী নিজের ডেস্কে বসে আছে। তবে এটিকে শুধু একটি ডেস্ক বললে ভুল হবে; এটি যেন অসংখ্য ছোট্ট স্বপ্ন আর নিশ্চিন্ততার আশ্রয় হয়ে ওঠা একটি কক্ষ।

"আচ্ছা, আপা আসি, সন্ধ্যার পর এসে নিয়ে যাব।"

একজন, দুজন– এভাবে করে আরও কয়েকজন একইভাবে বিদায় নিলেন। তারা আজ কোনো ব্যাংকিং সেবা নিতে আসেননি।



তারা এসেছিলেন তাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ– সন্তানকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে নিজ নিজ কর্মস্থলে যেতে। সারাদিনের ব্যস্ততা, ক্লান্তি আর দায়িত্ব শেষে আবার সেই ছোট্ট হাতটি ধরে ঘরে ফিরবে।

হ্যাঁ, সুহাসিনী এখনো নিজের ডেস্কে বসেই মানুষের সেবা করে। তবে সময়ের সঙ্গে বদলে গেছে সেই ডেস্ক, বদলে গেছে সেবার ধরন। একসময় সে মানুষের অর্থ-সম্পদ নিরাপদ রাখার দায়িত্ব পালন করত, আর আজ সে আগলে রাখে তাদের জীবনের সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ– তাদের সন্তানের হাসি, নিরাপত্তা আর দুরন্ত শৈশব।

আজ সুহাসিনী একটি ডে-কেয়ার সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু এই যাত্রার শুরুটা কোনো ব্যাবসায়িক পরিকল্পনা থেকে ছিল না; শুরু হয়েছিল অসংখ্য কর্মজীবী মায়ের বলতে না পারা কথাগুলোর নীরব দীর্ঘশ্বাস থেকে। ব্যাংকে চাকরি করার সময় সে প্রায়ই সহকর্মীদের কণ্ঠে শুনত এক অসহায় স্বীকারোক্তি, আর পারছি না, হয়তো চাকরিটাই ছেড়ে দিতে হবে।

কারও সন্তানের দেখাশোনার জন্য মা নেই, কারও শাশুড়ি নেই, আবার কারও নেই কোনো নির্ভরযোগ্য মানুষ। সন্তানকে নিরাপদে রেখে কাজে যাওয়ার মতো একটি বিশ্বস্ত জায়গার অভাব তাদের স্বপ্ন আর ক্যারিয়ারের মাঝখানে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করত। সেই সময়ই সুহাসিনীর মনে একটি স্বপ্ন জন্ম নেয়।

যদি এমন একটি বিশ্বস্ত আশ্রয় তৈরি করা যায়, যেখানে বাবা-মায়েরা নিশ্চিন্তে তাদের সন্তানকে রেখে কাজে যেতে পারবেন। তাহলে হয়তো অনেক মায়েরই আর স্বপ্ন ও সন্তানের ভবিষ্যতের মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নিতে হবে না।

সুহাসিনীর স্বপ্ন আজ আর শুধু স্বপ্ন নয়, এটি এক জীবন্ত বাস্তবতা। সুহাসিনী শুধু একটি ডে-কেয়ার প্রতিষ্ঠা করেনি, সে গড়ে তুলেছে এক টুকরো নির্ভরতা, এক মুঠো স্বস্তি, আর হাজারো কর্মজীবী বাবা-মায়ের নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাসের ঠিকানা। তার এই ছোট্ট উদ্যোগ অসংখ্য মায়ের অপূর্ণ হয়ে যাওয়া স্বপ্নকে আবার ডানা দিয়েছে, তাদের ক্যারিয়ারকে থেমে যেতে দেয়নি, আর প্রতিটি শিশুর জন্য সৃষ্টি করেছে ভালোবাসা, যত্ন আর নিরাপত্তায় ভরা আরেকটি আপন ঘর।

কখনো কখনো জীবনের সবচেয়ে গভীর ক্ষতই জন্ম দেয় সবচেয়ে সুন্দর স্বপ্নের। আর সেই স্বপ্নই একদিন হয়ে ওঠে অগণিত মানুষের আশ্রয়, সাহস আর নতুন করে পথচলার প্রেরণা। সুহাসিনীর একসময় নিজের গল্পটাই থেমে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, এখানেই বুঝি সব শেষ। কিন্তু সে জানত না, যে গল্পটাকে সে সমাপ্তি ভেবেছিল, সেটাই ছিল নতুন এক স্বপ্নের শুরু। আর সেই স্বপ্নের আলোয় সে হয়ে উঠেছিল আরও বহু সুহাসিনীর নতুন ভোর।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৯১৮
গরিব-ই-নেওয়াজ এভিনিউ ব্রাঞ্চ, ঢাকা

প্রিয় বাবা

অনামিকা বাড়ৈ সুমা

'বাবা'– দুই অক্ষরের একটি ছোট্ট শব্দ, অথচ এই দুটি অক্ষরের ভেতর লুকিয়ে থাকে একটি সন্তানের পুরো পৃথিবী।

প্রতিটি মানুষের জীবনে একজন নিবেদিতপ্রাণ মানুষ থাকেন। আমার জীবনে সেই মানুষটি ছিলেন আমার বাবা। প্রতিটি সন্তান ঘরে ফিরে প্রথমে যে ডাকটি দিয়ে থাকে, তা হলো 'মা'; কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সেই ডাকটি ছিল 'বাবা'। কারণ আমি জানতাম, দরজার ওপাশে একজন মানুষ আমার ফেরার অপেক্ষায় আছেন। যেই মানুষটা আমার ছোট্ট একটি স্বপ্ন পূরণ করতে নিজের শত স্বপ্নকে নির্দ্বিধায় বিসর্জন দিতে পারেন।

ছোটবেলায় ছুটির দিনে আমার পুতুলের জন্য ছোট্ট বালিশ বানিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি পরীক্ষার হলের বাইরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি ছিলেন আমার বাবা। স্কুল, কলেজ, এসএসসি, এইচএসসি, বিএসসি, এমএসসি– এমনকি IFIC Bank-এর চাকরির পরীক্ষার দিনেও তিনি আগের দিন গিয়ে সিট প্ল্যান দেখে আসেন, আর পরীক্ষা চলাকালীন সেই বাইরে দাঁড়িয়ে তার অপেক্ষা আর আমার মনের সাহস– "বাইরে বাবা আমার জন্য প্রার্থনায় আছেন।"

আমাকে নিয়ে গর্ব করতে বাবা কখনো ক্লান্ত হতেন না। আমি যতটুকুই অর্জন করেছি, তার চেয়েও বড় করে তিনি সবার কাছে বলতেন। সেই গর্বিত চোখ দুটোই ছিল আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার। তাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্নগুলোর একটি ছিল– বাবাকে সুখী করা, তার মুখে তৃপ্তির হাসি দেখা, তার জীবনের অপূর্ণ ইচ্ছেগুলো একে একে পূরণ করা।

হয়তো আমি কিছুটা ভাগ্যবতী ছিলাম বলেই বাবার জন্য কিছু করার সুযোগ পেয়েছিলাম। যা করেছি, তা খুবই সামান্য। কিন্তু প্রতিবার কিছু কিনে দেওয়ার পর মনে হতো– না, এখনো কিছুই করা হলো না। কোনো উপলক্ষ্য ছাড়াই বাবার জন্য শার্ট কিনতে, জুতা কিনতে আমার অদ্ভুত এক শান্তি কাজ করত। কারণ আমি জানতাম, যিনি আজ আমার জন্য এত কিছু করছেন, তিনি সারা জীবন নিজের ইচ্ছেগুলোকে চুপচাপ মাটিচাপা দিয়ে শুধু আমাদের ইচ্ছেগুলো পূরণ করেছেন।

বাবা কখনো শাল পরতেন না। তবুও দার্জিলিং থেকে তার জন্য একটি কাশ্মীরি শাল নিয়ে এসেছিলাম। জীবনের শেষ শীতজুড়ে সেই শালটাই তিনি গায়ে জড়িয়েছিলেন। আর এলাকার প্রায় সবাইকে ডেকে ডেকে বলতেন, "এটা আমার মেয়ে দার্জিলিং থেকে এনে দিয়েছে।"

বাবার সেই আনন্দে আমার মনে হতো, যেন আমি পুরো পৃথিবী জয় করে ফেলেছি। আবার একই সঙ্গে মনে হতো, ইশ... যদি বাবাকে আরও অনেক কিছু দিতে পারতাম! পৃথিবীর সব বড় বড় ব্র্যান্ডের নাম তিনি জানতেন; কিন্তু নিজের জন্য কোনোদিন কিছু কিনতে দেখিনি। অথচ সেই ব্র্যান্ডের জিনিসই ছেলেমেয়েদের জন্য হাসিমুখে কিনে দিয়েছেন। নিজের প্রয়োজনগুলো হয়তো কখনো প্রয়োজনই মনে করেননি।

চাকরি পাওয়ার পরও যেন আমি আবার ছোট্ট মেয়ে হয়েই রয়ে গেলাম– শুধু বাবার চোখে।

প্রতিদিন সকালে আমার লাঞ্চবক্স গুছিয়ে দিয়ে তার দিন শুরু হতো। তার ধারণা ছিল, মা হয়তো ঠিকমতো দিতে পারবেন না। কোনোদিন তাড়াহুড়োয় খাবার না নিয়ে বেরিয়ে গেলে নিজের অসুস্থ শরীর নিয়েই ব্যাংকের সিঁড়ি বেয়ে খাবার পৌঁছে দিতেন, আমি রাগ করব তা জেনেও।



কখন যে আমার অফিস আইডি কার্ডের ফিতাটা ধুয়ে ব্যাগে রেখে দিতেন, বুঝতেই পারতাম না। আবার কোনোদিন ফ্রিজ খুলে দেখতাম, ছোটবেলার সেই Love Candz কিংবা বড়বেলার প্রিয় Drinko রাখা। আজ বুঝি– সেগুলো শুধু চকলেট বা পানীয় ছিল না, ওগুলো ছিল একজন বাবার ভাষাহীন ভালোবাসা।

অফিস ছুটির সময় কত দূর এসেছি, ফোন করে জেনে নিতেন। তারপর আমি পৌঁছানোর আগেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। গরম বেশি হলে আগে থেকেই স্যালাইন তৈরি করে রাখতেন। সন্ধ্যায় কী খেতে ভালো লাগবে, সেটাও তার চিন্তা। মা ব্যস্ত থাকলে বাইরে থেকে নিজেই চটপটি এনে রাখতেন।

মজার বিষয় হলো, বাবা বেঁচে থাকতে আমাকে কোনোদিন দরজার বেল বাজাতে হয়নি। কারণ আমি গলিতে ঢোকার আগেই তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতেন– কখন আমি গলিতে ঢুকব আর তিনি গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াবেন।

আজও বাড়ি ফিরি; শুধু সেই খোলা দরজাটা আর দেখি না।

বাবা চলে যাওয়ার আগের দিন পর্যন্তও শুধু আমাকে নিয়েই ভেবেছেন। শেষ দিনেও যেন আমার শরীর খারাপ না হয়, তাই আমার জন্য স্যালাইন তৈরি করে রেখেছিলেন। একজন মানুষ মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও নিজের কথা ভাবলেন না, ভাবলেন তার মেয়ের কথা। এই মানুষটার জন্য আমার কত কিছুই না করার ছিল!

আমি চেয়েছিলাম তাকে বিমানে তুলে পৃথিবী ঘুরিয়ে দেখাব। চেয়েছিলাম তার সব অপূর্ণ ইচ্ছেগুলো পূরণ করতে। চেয়েছিলাম এবার বাবা নিশ্চিন্তে বাঁচুন, আর আমি তার দায়িত্ব নিই। কিন্তু সময় আমাকে সেই সুযোগ দিল না।

বাবা রয়ে গেলেন আমার পরীক্ষার হলের বাইরে, আর আমি রইলাম তার জন্য আইসিইউ-এর গেটের বাইরে। এভাবেই বাবা আর তার মেয়ে– দু'জনেই অপেক্ষায় থেকে গেলাম।

একটা সময় বাবা-মায়েরাই সন্তানে পরিণত হন। তখন তাদের হাত ধরে হাঁটানোর, তাদের ইচ্ছেগুলো পূরণ করার, তাদের একটু বেশি সময় দেওয়ার সুযোগ আসে। যারা সেই সময়টুকু পান, তারা সত্যিই পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান মানুষ।

আজও মনে হয়, পৃথিবীর সব সুখ যদি এক মুঠো করে বাবার হাতে তুলে দিতে পারতাম! একজন বাবা সারাজীবন চান পৃথিবীর সব সুখ তার সন্তানের হাতে তুলে দিতে। আর আমি আজও শুধু একটি কথাই ভাবি– যদি বাবাকে আর একবার ফিরে পেতাম, তাহলে পৃথিবীর সবটুকু সুখ তার হাতেই তুলে দিতাম।

বাবা-মা বেঁচে থাকা মানেই পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়টি এখনো অটুট থাকা।

ভালো থাকুক পৃথিবীর সকল বাবা-মা।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬১৩৬
এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা

দাঁড়িয়ে থাকাটাই বিজয়

মেহেদী হাসান

শহরের সপ্তম তলার এই ফ্ল্যাটে ছাদের ফ্যানটা একটা নির্দিষ্ট ছন্দে ঘোরে– খট, খট, খট। রাত এগারোটা চল্লিশ। তোশকহীন বিছানার প্রান্তে বসে থাকা ফারহানের মুখের ওপর সেলফোনের নীলাভ আলো এসে পড়ছে। জানালার কাচে বৃষ্টির ছাট, আর তার ভেতরে এক জমাট স্তব্ধতা। সে তার মায়ের নম্বরে ডায়াল করল।

"মা, রাতের খাওয়ার পর সাদা ওষুধটা খেয়েছ?" তার গলাটা নিচু, শান্ত এবং নিখুঁতভাবে মাপা।

"খেয়েছি বাবা" ফোনের ওপার থেকে মায়ের দুর্বল, ভাঙা কণ্ঠ ভেসে আসে। "তোর ছোট ভাই আজ বাজার থেকে ফল এনেছে। তোর আর টাকা পাঠানোর দরকার নেই, ফারহান। ওর তো এখন নিজেরই বেতন আছে। তুই নিজের জন্য কিছু রাখিস।"

"অসুবিধা নেই" ফারহান নির্লিপ্ত স্বরে বলে। "এ মাসে আমার কাছে বাড়তি কিছু ছিল।"

আসলে কোনো বাড়তি টাকা ছিল না। সে আজ সন্ধ্যায় তিনবার এক্সেল শিটে হিসাব মিলিয়েছে। মায়ের ব্লাড প্রেসারের ওষুধ, বাড়ির বিদ্যুৎ বিল আর নিজের যাতায়াত খরচ মেটানোর পর যে টাকাটা থাকে, তা দিয়ে শহরের এই যান্ত্রিক জীবনে টিকে থাকাটা যেন খাদের কিনারায় হাঁটার মতো। কিন্তু সে পরিবারের কাছে এই সচ্ছলতার অভিনয়টুকু করে যায়, কারণ তার পরিবার কেবল তার কাছ থেকে এই 'নিশ্চিন্ত' থাকার আশ্বাসটুকুই নিতে শিখেছে।

ফোনটা কেটে টেবিলের ওপর উল্টে রাখল ফারহান। তার হাতের তালু এখন মসৃণ– একটি মাঝারি সারির কমার্শিয়াল ব্যাংকের মিড-লেভেল অফিসারের হাত। কিন্তু এই হাতের রেখায় আজও যেন সে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই দিনগুলোর চক-ডাস্ট অনুভব করতে পারে, যখন নিজের পড়াশোনার খরচ জোগাতে রাত ১২ টা পর্যন্ত সে টিউশনি করত।

নয় বছর আগে ফারহানের পৃথিবীতে স্বপ্নের কোনো অভাব ছিল না। ক্যাম্পাসের প্রাচীন কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে তার কণ্ঠস্বরে একটা আলাদা ধার ছিল। সে মিছিলে নেতৃত্ব দিত, অধিকার নিয়ে তর্ক করত, চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে পৃথিবী বদলে দেওয়ার ইশতেহার শোনাত। সেই আগুনটাকে ভালোবেসেছিল নীলা।

নীলা তার সামনে বসে থাকত, চায়ের কাপে আঙুল ছুঁইয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। এক বর্ষণমুখর বিকেলে সে ফিসফিস করে বলেছিল, "তুমি অনেক দূর যাবে, ফারহান। তোমার ভেতরে যে আগুন আছে, তা একদিন চারপাশ আলোকিত করবে।"

কিন্তু স্নাতক শেষ হওয়ার ঠিক ছয় মাস আগে এক নিদারুণ দুপুরে সব হিসাব পালটে গেল। তার বাবা বাজারের ভিড়ে হঠাৎ বুকে হাত দিয়ে পড়ে গেলেন। হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছানোর সময়টুকুও তিনি দেননি।

বাবার মৃত্যুর পর ফারহানের ভেতরের আগুনটা নেভেনি ঠিকই, কিন্তু তা বাঁচার তাগিদে চুলার আগুনে পরিণত হয়েছিল। রাতারাতি সে ছাত্ররাজনীতি ছাড়ল। পুরোনো কবিতার বইগুলো জায়গা পেল ধুলোপড়া ট্রাঙ্কে, আর তার গায়ে উঠল ইস্ত্রি করা



সাদা শার্ট। সংসারের হাল ধরতে সে ঢুকে পড়ল একটা ব্যাংকের এন্ট্রি-লেভেলের চাকরিতে।

নীলা তার পাশে ছিল দুই বছর। কিন্তু বিপ্লব আর স্বপ্নের গল্পগুলো যখন ধীরে ধীরে বাসাভাড়া, মায়ের ওষুধের দাম আর ছোট ভাইয়ের টিউশন ফিতে পরিণত হলো, তখন তাদের গল্পের রং বদলাতে শুরু করল।

"আমি 'একদিন সব ঠিক হবে'– এই আশায় বাঁচতে পারব না, ফারহান," এক শীতের সন্ধ্যায় কাঁচে ঘেরা এক কফি শপে বসে বলেছিল নীলা। তার গলায় কোনো রাগ ছিল না, ছিল এক শীতল বাস্তবতা। "আমার পরিবার নিরাপত্তা চায়। আর তুমি পুরো পৃথিবীর ভার নিজের কাঁধে নিয়ে ঘুরছ। তোমার এই অভাবের সংসারে নতুন করে যুদ্ধ করার সাহস আমার নেই।"

সেদিন ফারহান কোনো প্রতিবাদ করেনি। কয়েক মাস পর নীলার বিয়ের কার্ড এসেছিল। পাত্র এক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বড় কর্মকর্তা, যার কাঁধে কখনো সংসারের ভারী বোঝা চাপেনি, যাকে কখনো স্বপ্নের বদলে চাল-ডালের হিসাব করতে হয়নি। ফারহান সেদিন প্রথম বুঝেছিল– ভালোবাসা কোনো শূন্যস্থান নয় যে তা শুধু আবেগ দিয়ে পূরণ করা যায়; ভালোবাসারও একটা মাটি লাগে, যা অভাবের চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

এরপর কেটে গেছে চাকরির দীর্ঘ চার বছর। ব্যাংকের সেই চার দেয়ালে ফারহান হয়ে উঠল এক নিঃসঙ্গ দ্বীপ। সে কাজ করত নিখুঁতভাবে, কিন্তু কখনো ম্যানেজারের প্রিয়পাত্র হতে পারেনি। কারণ সে মুখের ওপর সত্য বলত, তোষামোদ করতে জানত না। সে দেখল তার পরে আসা মানুষগুলো কীভাবে পদোন্নতি পেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। সে শুধু একটা জিনিসই বুঝল– মানুষের সম্পর্কগুলো আসলে সুবিধার সুতোয় বাঁধা।

এর মাঝেও এই অমানবিক দৌড়ঝাঁপের পৃথিবীতে দু'জন মানুষ তার এই নীরবতার দেয়াল টপকে ভেতরে আসতে পেরেছিল। একজন হাসান ভাই– যিনি তাকে কেবল কাজই শেখাননি, মানুষ হিসেবে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলেন। ফারহান ভুল করলে তিনি বকতেন, আবার আড়ালে তাকে রক্ষা করতেন।

আর একজন ছিল রিতু– অফিসের এক জুনিয়র সহকর্মী, যাকে সে নিজের ছোট বোনের মতো দেখত। রিতুর মধ্যেই সে নিজের ফেলে আসা অতীত দেখতে পেত। যে কথাগুলো সে কাউকে বলতে পারত না, তার কিছুটা অন্তত রিতুর কাছে হালকা করত। রিতুও তাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করত।

কিন্তু মানুষের জীবনে স্থায়িত্ব বলে কিছু নেই। একদিন রিতুও চলে গেল বিদেশে ভালো চাকরির সুযোগ পেয়ে। বিদায়ের দিন রিতু যখন তার সামনে এসে দাঁড়াল, চোখে জল নিয়ে বলল, "আমাকে ভুলে যাবেন না, ফারহান ভাই।"

ফারহান তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে শুধু বলেছিল, "ভালো থাকিস।"

রিতু হয়তো বুঝতে পেরেছিল, ওই দুটো সাধারণ শব্দের আড়ালে কতটা বিশাল শূন্যতা আর হাহাকার লুকিয়ে ছিল। সে চলে যাওয়ার পর অফিসের সেই ফ্লোরটা ফারহানের কাছে আরও বেশি ঠান্ডা আর নিষ্প্রাণ হয়ে গেল।

আজ তার ছোট ভাই প্রতিষ্ঠিত। বড় পদে চাকরি করে। সে এখন সংসারের দায়িত্ব নিতে চায়। কিন্তু ফারহান সচেতনভাবেই একটা দূরত্ব বজায় রাখে। সে চায় না কেউ ভাবুক সে ভাইয়ের পরিচয়ে সুবিধা নিচ্ছে। বাবার মতো সেও নিজের বোঝা একাই বইতে অভ্যস্ত।

জানালার বাইরে শহরের হাজারো আলো জ্বলছে। এত মানুষ, এত সম্পর্ক, এত কোলাহল! ফারহান ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। রাতের শীতল বাতাস তার মুখে এসে লাগল।

তার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো– সে এখন আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। প্রেমিকা তাকে ছেড়ে গেছে, জীবনের কঠিন সময়ে চেনা মানুষগুলো মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই সে এখন সবার প্রতি সন্দেহপ্রবণ। সে জানে হাসান ভাই বা তার ভাই হয়তো সত্যিই তাকে ভালোবাসে। কিন্তু তার ভেতরের ক্ষতবিক্ষত সত্তা সারাক্ষণ ফিসফিস করে বলে– "একদিন এরাও চলে যাবে। কেউ আজীবন থাকে না।"

এই অবিশ্বাসের দেয়াল তাকে সুরক্ষিত রাখে ঠিকই, কিন্তু ভেতর থেকে তাকে কুড়ে কুড়ে খায়। সে নিজের চারপাশে এমন এক দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করেছে, যেখানে কেউ তাকে আঘাত করতে পারবে না। কিন্তু সেই দুর্গে সে নিজেই আজ এক আজীবন কারাদণ্ড পাওয়া বন্দি।

মানুষ কি সত্যিই কখনো নিরাপদ হয়? নাকি নিরাপত্তার খোঁজে আমরা কেবল আমাদের একাকিত্বকেই আরও নিখুঁত করি?

যৌবনের শুরুতে যে ছেলেটা হাজারো স্বপ্ন নিয়ে পথে নেমেছিল, সে আজ কেবলই এক দায়িত্বের কঙ্কাল। তার জীবনে কোনো জাঁকজমকপূর্ণ সাফল্যের গল্প নেই, নেই কোনো নাটকীয় সুখের সমাপ্তি। কিন্তু তবু সে প্রতিদিন সকালে ওঠে। ইস্ত্রি করা শার্ট পরে অফিসে যায়। মায়ের খোঁজ নেয়। নিজের ভেতরের রক্তক্ষরণ কাউকে দেখতে দেয় না।

সবাই যখন তাকে ছেড়ে গেছে, ভাগ্য যখন বারবার তার সাথে প্রতারণা করেছে, তখন সে হয়তো তার আবেগ হারিয়েছে, কিন্তু তার আত্মসম্মান হারায়নি। এই অবিশ্বাস আর একাকীত্বের বিশাল ধ্বংসস্তূপের ওপর সে আজও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আর কখনো কখনো, জীবনের সবচেয়ে বড় ঝড়গুলোর পর, শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে পারাটাই মানুষের সবচেয়ে বড় বিজয়।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮০৩৫
কাহালু উপশাখা, বগুড়া

চিলেকোঠায় বৃষ্টিবিলাস

অম্লান পাল

দেখতে দেখতে বছর পেরিয়ে গেল এই চিলেকোঠার বাসায় মাথা গোঁজার। বুড়ো দাদুকে আজকাল খুব কমই দেখা যায়। বয়স হয়েছে বটে; সিঁড়ি ভেঙে ছাদের এদিকে আসতে বেশ কষ্ট হয়। বাসায় আসার সময় তাই সিঁড়িঘরেই জমে ওঠে আমাদের গল্প। দাদুর গুড়ের জিলাপির গল্প শেষই হয় না। গ্রামের সেই

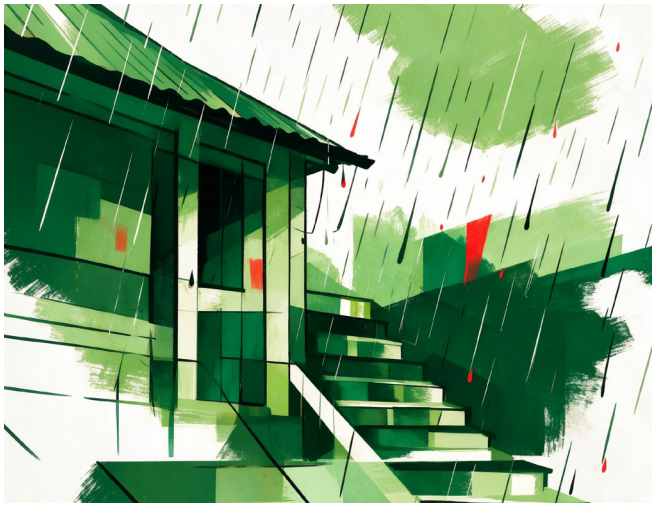

গুড়ের জিলাপি! শহরে এসব তো আজকাল সবই ভেজাল, তার ওপর ডাক্তারের মানা; তাই চাইলেও আনতে পারি না দাদুর জন্য। মনটা খারাপ হয় ওনার জন্য।

বাড়ির বড়বাবু গত হলেন মাসখানেক হলো। শেষ যখন বিদেশ থেকে ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনিরা এসেছিল, সেই কী আনন্দ তার চোখেমুখে! যেন বাড়িতে নেমে এসেছিল চাঁদের হাট। সপ্তাহ দুয়েক যে ক'টা দিন ছিল সবাই, বাড়ি যেন এক অন্য ভুবনে পরিণত হয়েছিল। হইচই, হৈ-হুল্লোড়ে শেওলা পড়া দেয়ালগুলো যেন নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছিল।

সবাই যাওয়ার কিছুদিন পর আবার অসুস্থ হয়ে যান বড়বাবু। প্রায় এক সপ্তাহ হাসপাতালে ছিলেন। হাসপাতাল কেন যেন খুব বিষাদের খনি মনে হয়। তারপরও কী মনে করে দেখতে গিয়েছিলাম ওনাকে। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, "আরেহ তুমি! আছ কেমন! তোমার সমরেশ মজুমদার কেমন আছে?"

আমার রুমে একগাদা সমরেশ মজুমদারের বই ছিল, তাই কিনা মজা করছিলেন!

"জানো বাবা! খুব ইচ্ছে ছিল বিদায় নেওয়ার আগে সবার সাথে একবার দেখা হবে। কীভাবে যেন সেই আশা পূরণ হয়ে গেল। এখন শান্তিতে চোখ বুজতে পারব।"

শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। আপন মানুষের জন্য আজীবন কষ্ট করে তাদের জন্যই পথ চেয়ে থাকাটা কত যে কষ্টের... সেটা আবার বুঝতে পারলাম।

সেদিন মাঝরাতেই উনি চলে যান।

বেশ ক'দিন হাড়কাঁপানো শীতের পর সেদিন রোদের দেখা মেলে। চাদর গায়ে জড়িয়ে ছাদের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে আড়মোড়া ভাঙতেই দেখি অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন। গাড়িতে ফিরে এসেছে এক নিথর দেহ। কার্নিশে বসে থাকা কবুতরগুলো ডাক দেওয়া শুরু করল। ওরাও যেন টের পেয়ে গেছে ওদের কাছের মানুষটা আজ অন্য ট্রেনে উঠেছে। গন্তব্য অন্য এক অজানার পথে।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। চিলেকোঠার ঘরে জমাট বাঁধছে বিষাদের গাঢ় অন্ধকার। জীবন বেশ অদ্ভুত। প্রতিদিন ছুটছি। ছকে বাঁধা নিয়মের জালে ঘুরছে মানুষ। রোজ সকালে উঠে বাসের জন্য দৌড়, বিকেলে বাজার নিয়ে ঘরে ফেরা। ঘড়ির কাঁটাগুলো ঘুরছে। সময় বয়ে যাচ্ছে। প্রস্থান বা বিদায়ের সুর একসময় আটকে যায় ঘরের এক কোণে। উঠোনের চেয়ারটা জায়গা নেয় ঘরের অন্ধকার এক কোণে। কার্নিশের কবুতরগুলোর অবুঝ চোখগুলো খুঁজে বেড়ায় তাদের প্রিয় ছায়া।

শীতের বিষাদ কাটতে শুরু করেছে। হঠাৎ দেখি জানালার গ্রিল বেয়ে উঁকি দিচ্ছে বাগানবিলাস গাছের ডাল। বসন্ত নেমে আসছে। কেন যেন মাঝেমধ্যে মনে হয় বসন্ত হলো যুদ্ধ শেষে নতুন এক ভোর। সবাই চেয়ে থাকে দুয়ারের পানে, কখন আসবে তাদের প্রিয় মানুষটি। যুদ্ধজাহাজে বসে আহত সৈনিকটি তার প্রেয়সীর ছবির দিকে তাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে– আর ক'টা পথ পেরোলেই মিলবে তার দেখা।

দরজায় কড়া নাড়ে কেউ। দৌড়ে এসে দরজা খুলতে গিয়েও হাত কেঁপে ওঠে। কী আছে ওপাশে... প্রিয় মানুষটা সত্যিই ফিরে এসেছে তো... অজানা এক আশঙ্কার দানা মেলে মনে। সাহস করে দরজা খুলে প্রিয় মানুষটাকে দেখতে পেয়ে ভরে ওঠে মন। চারদিকে যেন বয়ে যায় এক স্বস্তির সুবাতাস।

জানালা দিয়ে তাকালে কিছু দূরে এক বড় গাছ দেখা যায়। এই বসন্তে আর সবুজ পাতা আসেনি। আজ কেটে ফেলছে গাছটা। বড্ড আজব সময়ের এই গল্পগুলো। খাদ্য দিল, ছায়া দিল, বেঁচে থাকার অক্সিজেন দিল; তারপর একদিন শীতের চাদরে চুপটি করে হারিয়ে গেল। মানুষগুলোও কতটা অনুভূতিশূন্য হয়ে শিকড় উপড়ে শেষ চিহ্নটুকুও তুলে নিল! বেলা শেষে পাখিদের আর ঘরে ফেরা হয় না।

এভাবেই যেন কেটে যাচ্ছে দিন। সময়ের রেলগাড়িটি ছুটে যাচ্ছে অন্য এক প্ল্যাটফর্মে। মানুষ উদ্‌ভ্রান্তের মতো উঠছে, নামছে। ব্যস্ততায় কেটে যাচ্ছে সময়।

হঠাৎ দেখি ঠান্ডা বাতাস ছুটে এসেছে চিলেকোঠার এই ঘরে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি আকাশে ছেয়ে গেছে ঘন কালো মেঘ। শরৎবাবু'র উপন্যাসটা কলমের ভাঁজে বন্ধ রেখে চলে গেলাম ঘরের বাইরে। পুরো ছাদ, বাড়ির উঠোনে ছড়িয়ে গেছে বাগানবিলাস ফুল। বাতাসে ভেসে আসছে ঝড়ের বাতাসের ঘ্রাণ। প্রকৃতি যেন জানান দিচ্ছে– আসছে এক কঠিন যুদ্ধ। জানালায় কড়া নাড়া বাতাস যেন বলে উঠছে– "শক্ত করে ধরো এ হাল; নয়তো আছে বিশাল বিপদ।"

নেমে আসছে বৃষ্টি। জানালার দিকে তাকিয়ে দেখি গাছের ডালে বসে আছে কাকটা। নিরুপায় সে আজ। ডানা ঝাপটেও যেন পালানোর পথ নেই। দূরের মাঠে দেখি কিশোরের দল বল নিয়ে ছুটে যাচ্ছে। লোডশেডিংয়ের শহরের এক শেওলাপড়া দালানের অন্ধকার চিলেকোঠায় একান্তের মনখারাপের বৃষ্টিবিলাস চলছে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯০১৪
স্যাম (হাব-০২), আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম

শেষ কথা

ফাতেমা আকতার

আজ ভরা-পূর্ণিমার রাত। আকাশের গোল চাঁদ তার সমস্ত জোছনার আলো যেন ঢেলে দিয়েছে ধরিত্রীর বুকে। সেই

আলোই গলে পড়েছে মিতুলদের ঘরের দক্ষিণা জানালা দিয়ে। মৃদু বাতাসের সাথে পুকুরঘাটের পাশেই লাগানো হাসনাহেনা ফুলের ঘ্রাণ ভেসে আসছে ঘরে। আর মিতুলের মা নানা কথার ছলে মিতুলকে ঘুম পাড়ানোর এক অব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সে তো কিছুতেই ঘুমাচ্ছে না; বরং তার আধো-আধো ভাষায় অজস্র প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছে তার মাকে।

মিতুলের মা তার এই তিন বছরের ছেলের মিষ্টি মিষ্টি প্রশ্ন শুনে আহ্লাদে বলে ওঠেন, "ওরে আমার ময়নাপাখির ছানারে! একদম ময়নাপাখির মতো কথা বলে আমার ছেলেটা।"

মিতুল আবার প্রশ্ন করে, "মা, ময়নাপাখি কি কথা বলতে পারে?"

মা বলেন, "পারে তো! শিখিয়ে দিলে ঠিক পারে।"

এবার মিতুল নতুন বায়না ধরল, "তাহলে বাবা এলে বলবে আমাকে ময়নাপাখির ছানা এনে দিতে।"

মিতুলের মা তাকে ময়নাপাখির আশ্বাস দিয়ে সেই রাতের মতো ঘুম পাড়িয়ে দেন।

দুই দিন পর মিতুলের বাবা বাড়িতে এলে মিতুল তাকে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা– শুধু একই কথা বলে, "বাবা, আমাকে ময়নাপাখির ছানা এনে দাও।"

মিতুলের বাবা তাকে কথা দিয়ে এবারের মতো ছুটি কাটিয়ে চলে যান। মিতুলের বাবা মিলন সাহেব চাকরি সূত্রে পাহাড়ে থাকেন। একমাত্র ছেলের কথা রাখতে তিনি একটা ময়নাপাখির বড় ছানা বেশ চড়া দামে জোগাড়ও করে ফেলেন। এক মাস পর ছেলের জন্য পাখির ছানা নিয়েই তিনি বাড়ি ফেরেন।

ময়নাপাখি পেয়ে মিতুলের সে কী খুশি! পাখিটিকে মিতুলদের বাড়ির সামনের বড় বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখা হলো সুন্দর এক সোনালি রঙের খাঁচায়, যা মিতুলের ঘর থেকে সরাসরি দেখা যায়। ছোট্ট মিতুলের নতুন খেলার সঙ্গী হলো এখন এই ময়নাপাখি। সারাক্ষণই সে পাখির খাঁচার আশেপাশে থাকে, পাখিকে দানা খাওয়ায়, পানি খাওয়ায়। আর কত কথা যে বলে ময়নার সাথে! পাখির ছানাটিও যেন মিতুলকে বন্ধু ভেবে নিয়েছে। মিতুল আশেপাশে থাকলে সে-ও বেশ উৎফুল্ল থাকে।

তবে সমস্যা হলো দিন যায়, সপ্তাহ যায়, ছানাটি একটু করে বড় হয়; কিন্তু সে তো কথা বলে না! মিতুল ভারি রাগ করে, মায়ের



কাছে অভিযোগ করে বলে, "তুমি যে বললে ময়নাপাখি কথা বলে, কই সে তো কথা বলে না!"

মা বলেন, "বলবে বলবে, একটু বড় হতে দাও ওকে।"

এভাবেই দুটি মাস কেটে গেল। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা মিতুলের মা তার ছেলের অনুরোধে পাখির খাঁচাটি ওপর থেকে নামিয়ে বারান্দার দরজার কাছেই রেখে তার খাবার আনতে গেলেন রান্নাঘরের দিকে। আর মিতুল সেখানে বসেই তার সাথে নানান কথা বলে চলেছে। রান্নাঘরে গিয়ে মা আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মিতুল তখন তার ছোট্ট হাতে পানির পাত্রটি নিয়ে বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে হেঁটে চলল পুকুরঘাটের দিকে। ছোট ছোট পা ফেলে সে পানির কাছে পৌঁছে গেল। ঘাটের ভেজা মেঝেতে পা দিতেই সে পিছলে পড়ে গেল পুকুরের মধ্যে। পড়েই পানিতে তলিয়ে গেল তার ছোট্ট তুলতুলে শরীর।

ওদিকে বেশ কিছুক্ষণ পর মিতুলের মা রান্নাঘরের কাজ শেষ করে পাখির খাবার নিয়ে বারান্দায় এসে মিতুলকে দেখতে না পেয়ে খুঁজতে লাগলেন সারা বাড়িতে। কিন্তু কোথাও সে নেই! কোথাও তাকে না পেয়ে তার মা কান্না জুড়ে দিলেন। তার কান্না শুনে পাড়া-প্রতিবেশী এসে মিতুলকে খুঁজতে লাগল আশেপাশের সব জায়গায়। এভাবেই কয়েক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর মিতুলের সুন্দর শরীরটি ভেসে উঠল পুকুরের পানিতে। সারা পাড়ায় যেন শোকের ছায়া নেমে এসেছিল সেদিন। মিতুলের মা যেন ছেলের শোকে পাথর হয়ে গেলেন। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে মিলন সাহেবও শোকে নির্বাক হয়ে গেলেন। ছেলেকে হারিয়ে মিতুলের মা নাওয়া-খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। সারাদিন বারান্দার দরজার কাছে বসে একটাই বিলাপ করেন– "আমার মিতুল পানিতে ডুবে মরল রে!"

এদিকে মিতুলের মৃত্যুর পর ময়নাপাখিটিও খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। সে এখন সারাদিন খাঁচার এক কোণে বসে ঝিমোতে থাকে। কাছের কাউকে হারানোর কষ্ট এই অবুঝ পাখিটিও যেন বুঝতে পেরেছে।

কয়েকটা দিন কেটে গেল এভাবেই। সেদিন রাতেও ভরা পূর্ণিমার আলো এসে গলে পড়েছে মিতুলের ঘরে। মিতুলের মা বিছানায় শুয়ে একদৃষ্টিতে জানালা দিয়ে চেয়ে আছেন আকাশের পানে। তার দু'গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে বালিশে। হঠাৎ করেই তিনি শুনতে পেলেন বারান্দা থেকে কয়েকদিনের না-খাওয়া আধমরা পাখিটি তারই কণ্ঠে বলে উঠেছে– "আমার মিতুল পানিতে ডুবে মরল রে..."

পাখিটির গলায় যেন এক তীব্র বিষাদের সুর, যা মিতুলের মায়ের হৃদয়কে আরও ক্ষত-বিক্ষত করে দিল।

পরের দিন সকালে জীর্ণশীর্ণ পাখিটিকে দেখা গেল খাঁচার এক কোণেই মরে পড়ে আছে। সে-ও মিতুলের মতো বিদায় নিল সবাইকে ছেড়ে– যেখান থেকে আর ফিরে আসা যায় না।

গতকাল রাতে বলা কথাটিই ছিল তার জীবনের প্রথম ও শেষ কথা– "আমার মিতুল পানিতে ডুবে মরল রে...!"

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯০৯৮
শ্রীপুর-গাজীপুর উপশাখা, গাজীপুর


IFIC
আজকের সঞ্চয়
আগামীর নিশ্চয়তা
আইএফআইসি
আমার
ভবিষ্যৎ
আকর্ষণীয় মুনাফায় ১-১০ বছর মেয়াদি মাসিক সঞ্চয় স্কিম
২৪/৭ কাস্টমার কেয়ার
১৬২৫৫
www.ificbank.com.bd
IFICBankPLC

ভ্রমণকথা

সুংসাং পাড়া : জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ড্রাইভ

এস এম রেজোয়ান

শব্দটা কর্মব্যস্ত জীবন বলব, নাকি কর্মের মধ্যে একটু বেঁচে থাকার চেষ্টা– ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে যেটাই হোক, আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, যত বেশি কাজে ব্যস্ত থাকব, জীবন তত সুন্দর। আলহামদুলিল্লাহ্!

এই ব্যস্ত সময়ের মধ্যে আসলে নিজেকে দেওয়ার মতো খুব একটা সময় থাকে না। তাই হুট করেই পরিকল্পনা করলাম, এবার একটু এক্সাইটিং কিছু করা যাক। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম, কেওক্রাডংয়ের পর বাংলাদেশের সবচেয়ে বিপজ্জনক আরও সাড়ে ৫ কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছানো যায় সুংসাং পাড়ায়। পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা সবসময়ই আলাদা। সাহস করে তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, নিজের গাড়ি নিয়েই কেওক্রাডংয়ের পথে বের হব।



ভোর ৬ টায় চট্টগ্রাম থেকে রওনা দিয়ে সকাল সাড়ে ৭ টায় পৌঁছে গেলাম বান্দরবান। সেখানে নাশতা করে ঠিক সকাল ৮ টায় বান্দরবান শহর থেকে আবার যাত্রা শুরু করলাম। পাহাড়ি রাস্তা, সবুজের সমারোহ আর মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে প্রায় সকাল ১১ টা ৩০ মিনিটে পৌঁছে গেলাম বগা লেকে। বগা লেকে ওঠার পথে কাটা পাহাড়ের দৃশ্য ছিল সত্যিই অসাধারণ। বগা লেকে সিয়াম দিদির ঘরে দুপুরের খাবার সেরে আবার স্টিয়ারিং হাতে নিলাম। সামনে অপেক্ষা করছিল কেওক্রাডং, তারপর সুংসাং পাড়া।

যত সামনে এগোচ্ছিলাম, রাস্তা ততই ভয়ংকর সুন্দর হয়ে উঠছিল। খাড়া ঢাল, একের পর এক হেয়ারপিন বেন্ড (Hairpin Bend), কখনো ডান পাশে গভীর খাদ, কখনো বাম পাশে পাহাড়ের বিশাল দেয়াল। স্টিয়ারিং থেকে এক সেকেন্ডের জন্যও মনোযোগ সরানোর সুযোগ ছিল না। ভয় আর মুগ্ধতা– দুটি অনুভূতিই একসঙ্গে কাজ করছিল।

দার্জিলিং পাড়া পার হয়ে পৌঁছে গেলাম কেওক্রাডং– বাংলাদেশের একসময়ের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। সেখানে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে এবার গন্তব্য সুংসাং পাড়া। একটানা ডাউনহিল, প্রতিটি মুহূর্তই ছিল রোমাঞ্চে ভরা। অবশেষে পৌঁছে গেলাম কাঙ্ক্ষিত সুংসাং পাড়ায়। প্রকৃতির মনমুগ্ধকর দৃশ্য, পাহাড়ে মেঘের খেলা আর সন্ধ্যার শুনশান নীরবতায় কেটে গেল আমাদের প্রথম দিন।

তবে ভ্রমণের সবচেয়ে স্মরণীয় অংশ ছিল ফেরার পথ।

পরদিন সকালে যখন নিচ থেকে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করলাম, তখন বুঝলাম পাহাড় আসল পরীক্ষা নেয় উঁচুতে ওঠার সময়। খাড়া আপহিল আর টাইট বাঁক মিলিয়ে এমন এক ড্রাইভিং এক্সপেরিয়েন্স পেলাম, যা অনেক দিন মনে থাকবে।

আপহিলে ওঠার সময় Power Mode চালু রেখেও ফুল অ্যাক্সিলারেশনে একপর্যায়ে গাড়ির গতি নেমে এলো মাত্র ১৩ কিলোমিটার/ঘণ্টায়। ঠিক তখনই গাড়ির চাকা দুইবার স্লিপ করল। সেই অনুভূতিটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কয়েক সেকেন্ডের জন্য মনে হয়েছিল, এখনই বুঝি সব শেষ হয়ে যাবে!

ডাউনহিলে নামার সময় আমার Toyota Prius-এর 'B' Mode ব্যবহার করেছি Engine Braking-এর জন্য। এতে ব্রেকের ওপর চাপ অনেক কম পড়েছে। আর আপহিলে ওঠার সময় চালু করেছি Power Mode, যা গাড়িকে অতিরিক্ত শক্তি জোগাতে দারুণ সাহায্য করেছে।

পুরো যাত্রায় আমি পার হয়েছি ৫৬টি বেইলি ব্রিজ (Bailey Bridge)। এর মধ্যে শুধু বেইলি ব্রিজ নং ১৬-তে গাড়ি আটকে গিয়েছিল। বাকিগুলো কোনো সমস্যা ছাড়াই অতিক্রম করতে পেরেছি।



পাহাড়ের রাস্তা যেমন রোমাঞ্চ দেয়, তেমনি ভয়ংকর অভিজ্ঞতাও দেয়। প্রকৃতির শক্তির সামনে মানুষ কতটা ছোট, সেটা এই পথ বারবার মনে করিয়ে দেয়।

সুংসাং পাড়ার পথে এই যাত্রা শুধু একটি রোড ট্রিপ ছিল না; এটি ছিল ভয়, উত্তেজনা, সৌন্দর্য আর আত্মবিশ্বাসের এক অসাধারণ মিশ্রণ।

পাহাড় ডাকলে অবশ্যই যান, তবে মনে রাখবেন– পাহাড় আর সমতল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই নিজের গাড়ি নিয়ে এমন পথে যাওয়ার আগে গাড়ির অবস্থা, নিজের দক্ষতা এবং নিরাপত্তার বিষয়টি অবশ্যই নিশ্চিত করুন।

সবার ভ্রমণ সুন্দর হোক, নিরাপদ হোক। যেখানেই যান, প্রকৃতি ও পরিবেশ নষ্ট করবেন না।

ধন্যবাদ।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৩৭২৫
ম্যানেজিং ডিরেক্টরস অফিস, প্রধান কার্যালয়

প্রকৃতি, প্রিয় মানুষ আর সুন্দর স্মৃতি

সাদিয়া আক্তার

কর্মব্যস্ত জীবনের একঘেয়েমি ভেঙে কখনো কখনো ছোট্ট একটি ভ্রমণই মনকে নতুন করে প্রাণবন্ত করে তোলে। তেমনই এক আনন্দঘন দিন কাটানোর সুযোগ হয়েছিল আমাদের উপশাখার সহকর্মীদের সঙ্গে– ভাসমান পেয়ারা বাগান, ভিমরুলি ও আটঘর কুড়িয়ানায়।

সকালের যাত্রা শুরু হয়েছিল অফুরন্ত উৎসাহ আর আনন্দ নিয়ে। নৌকায় ভেসে সবুজে ঘেরা পেয়ারা বাগানের সরু জলপথ ধরে এগিয়ে চলার অনুভূতি ছিল যেন ছবির মতো সুন্দর। দুই পাশে সারি সারি পেয়ারা গাছ, পানির মৃদু ঢেউ, শীতল বাতাস আর পাখির কলতান– সব মিলিয়ে অসাধারণ এক আবহ! মাঝেমধ্যে নৌকা থামিয়ে গাছ থেকে টাটকা পেয়ারা পেড়ে খাওয়ার আনন্দ ছিল ভ্রমণের অন্যতম সেরা মুহূর্ত।

দুপুরে পানিতে ভাসমান একটি হোটেলে ছিল আমাদের মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন। ধোঁয়া ওঠা গরম-গরম ভাত, দেশি মুরগির ঝোল আর সুস্বাদু শুঁটকি ভর্তা– এমন ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্বাদ সত্যিই ছিল অনন্য।



পুরো ভ্রমণজুড়ে সহকর্মীদের হাসি-আড্ডা, গল্প, ছবি তোলা আর আনন্দঘন মুহূর্তগুলো দিনটিকে করে তুলেছিল আরও প্রাণবন্ত।

এমন ভ্রমণ কর্মজীবনের ক্লান্তি দূর করে নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলার প্রেরণা জোগায়।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৮২৮
নথুল্লাবাদ উপশাখা, বরিশাল

ফটোগ্রাফি



জীবিকা

জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৬৬১
ফটিকছড়ি শাখা, চট্টগ্রাম



কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্রতা আর চেরি ফুলে রাঙা এক সকাল। পেলিং, পশ্চিম সিকিম।

সানজিদা সুলতানা
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫৫৭৫
ইসলামিক ব্যাংকিং ডিভিশন



জীবনও ঠিক নদীর মতো বহমান

বিপ্রদীপ পাল
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৫৩৮
খুলনা শাখা, খুলনা



সন্ধিক্ষণের অনুরণন

জুয়েল মন্ডল
এমপ্লয়ি আইডি : ০১০৪৬৫
মাছপাড়া উপশাখা, রাজবাড়ী



একটি ছোট্ট মাছ, অথচ তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভালোবাসা, বিশ্বাস আর নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি। উপকূলের নীরব বালুচরে সঙ্গীকে মাছ উপহার দিচ্ছে একটি ছোট পানচিল। প্রকৃতির সবচেয়ে সুন্দর প্রণয় আচারগুলোর একটি, যেখানে প্রতিটি শিকার শুধু খাদ্য নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি এক নিঃশব্দ অঙ্গীকার।

সব্যসাচী দাস
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৯২০
রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, হেড অফিস



মধুমতি নদী, ফরিদপুর

নয়ন সেন হীরক,
এমপ্লয়ি আইডি : ০১০৭৯৭
বরগুনা শাখা, বরগুনা



ইভেন্টস্

দেশব্যাপী বিভিন্ন বিজনেস কনফারেন্স/মিট-এ আইএফআইসি ব্যাংক

বার্ষিক ব্যাবসায়িক সম্মেলন ২০২৬



১০ জানুয়ারি ২০২৬, শনিবার আইএফআইসি টাওয়ারের মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি বার্ষিক ব্যাবসায়িক সম্মেলন ২০২৬'। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মো. মেহমুদ হোসেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বিগত বছরের সাফল্য পর্যালোচনা এবং নতুন বছরের কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

সম্মেলনে পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ এবতাদুল ইসলাম, জনাব কাজী মোঃ মাহবুব কাশেম এফসিএ, জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা এবং জনাব মুহাম্মদ মনজুরুল হক। এছাড়াও উক্ত সম্মেলনে ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ এবং দেশব্যাপী সকল শাখার ব্যবস্থাপকগণ অংশগ্রহণ করেন।



আইএফআইসি ব্যাংক উপশাখা বিজনেস কনফারেন্স ২০২৬-চট্টগ্রাম গত ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ শহরের চট্টগ্রাম ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়।



আইএফআইসি ব্যাংক উপশাখা বিজনেস কনফারেন্স ২০২৬-নর্থ বেঙ্গল রিজিওন গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ শহরের একটি স্বনামধন্য মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।



আইএফআইসি ব্যাংক উপশাখা বিজনেস কনফারেন্স ২০২৬-খুলনা ১১ এপ্রিল ২০২৬ শহরের একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

আইএফআইসি ব্যাংক ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর



নাগরিক সেবার মানোন্নয়ন, সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় অধিকতর গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ এবং আধুনিক ব্যাংকিং সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৩ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের অতীন্দ্র মোহন রায় কনফারেন্স রুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ ক্রেডিট অফিসার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে ব্যাংকের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস জনাব হেলাল আহমেদ এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির সুযোগ্য প্রশাসক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. শাহ আলম।

আইএফআইসি ব্যাংক ও ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন-এর উদ্যোগে রমজান ক্যাম্পেইন ২০২৬-এর র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত



আইএফআইসি ব্যাংক ও ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন-এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত রমজান ক্যাম্পেইন ২০২৬-এর র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। "রেমিট্যান্স আনুন, পুরস্কার জিতুন!" এই স্লোগানে পবিত্র রমজান মাসজুড়ে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের মাধ্যমে সারা দেশব্যাপী আইএফআইসি ব্যাংকে রেমিট্যান্স গ্রহণকারী গ্রাহকরা পেয়েছেন নিশ্চিত উপহার। এই অনুষ্ঠানে উক্ত ক্যাম্পেইনে রেমিট্যান্স গ্রহণকারী গ্রাহকদের মধ্য থেকে র‍্যাফেল ড্রয়ের মাধ্যমে তিনজন ভাগ্যবান বিজয়ীকে নির্বাচিত করা হয়।

৬ এপ্রিল ২০২৬, সোমবার ঢাকাস্থ আইএফআইসি টাওয়ারে অনুষ্ঠিত র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যান্ড চিফ ইনফরমেশন অফিসার ও ক্যামলকো জনাব মোঃ মনিতুর রহমান; উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক চিফ ক্রেডিট অফিসার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম; চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস ও হেড অব অপারেশন্স জনাব হেলাল আহমেদ ও ব্যাংকের বিভিন্ন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বাংলাদেশ-এর পক্ষে তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত ভাগ্যবান বিজয়ীদের আনুষ্ঠানিকভাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার হস্তান্তর করা হয়।

আইএফআইসি ব্যাংক ও আকিজ রিসোর্সের মধ্যে ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি এবং বাংলাদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান আকিজ রিসোর্সের মধ্যে ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৩ মে ২০২৬, রবিবার ঢাকাস্থ আইএফআইসি টাওয়ারে অনুষ্ঠিত এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ।



চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ব্যাংকের চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস অ্যান্ড হেড অব অপারেশন্স জনাব হেলাল আহমেদ এবং আকিজ রিসোর্সের পক্ষে স্বাক্ষর করেন রিপ্রেজেন্টেটিভ ডিরেক্টর ও গ্রুপ কোম্পানি সেক্রেটারি জনাব মোঃ রুহুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমের সদস্যবৃন্দ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আকিজ রিসোর্সের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চিফ ট্রেজারি অফিসারসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

এই চুক্তির মাধ্যমে আইএফআইসি ব্যাংক তাদের বিস্তৃত ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আকিজ রিসোর্সের জন্য দেশজুড়ে উন্নত ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সেবা এবং সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনার পূর্ণাঙ্গ সমাধান প্রদান করবে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক কার্যক্রম আরও সহজ, গতিশীল এবং কার্যকর হবে।

আইএফআইসি ব্যাংক ও বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর



আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি এবং বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)-এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১১ মে ২০২৬, সোমবার কুমিল্লায় অবস্থিত বিজিডিসিএল-এর বোর্ডরুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'র পক্ষ থেকে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস অ্যান্ড হেড অব অপারেশন্স জনাব হেলাল আহমেদ এবং বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির কোম্পানি সচিব জনাব মোঃ এনামুল করিম চৌধুরী। এ সময় বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ ইমাম উদ্দিন শেখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের কুমিল্লা অঞ্চলের রিজিওনাল হেড জনাব মো. ফরিদ আল মাহমুদ, ম্যানেজার-ইন্সটিটিউশনাল সেলস জনাব শাখাওয়াত হোসেন এবং বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মর্তুজা রহমান খান; মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্ব) জনাব মোঃ হাবীবুর রহমানসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

এই চুক্তির আওতায় কুমিল্লা অঞ্চলের বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের গ্রাহকগণ দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে আইএফআইসি ব্যাংকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করতে পারবেন।

আইএফআইসি ব্যাংক ও ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর



আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি এবং ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৮ মে ২০২৬, সোমবার ঢাকাস্থ আইএফআইসি টাওয়ারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।

আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ব্যাংকের চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস অ্যান্ড হেড অব অপারেশন্স জনাব হেলাল আহমেদ। ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির হেড অব মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার জনাব দিলীপ কুমার মণ্ডল, হেড অব কার্ড অ্যান্ড ডিজিটাল ব্যাংকিং জনাব মোঃ জাকির হোসেন-সহ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস বিভাগের সমন্বয়কারীসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই চুক্তির আওতায় আইএফআইসি ব্যাংকের সকল গ্রাহক আইএফআইসি ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের অভ্যন্তরীণ (ডোমেস্টিক) ফ্লাইটের টিকিটে ১০ শতাংশ ছাড় উপভোগ করতে পারবেন।

আইএফআইসি ব্যাংক ও ল্যাবএইড গ্রুপের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

গ্রাহক এবং ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি ও দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ল্যাবএইড গ্রুপের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০ মে ২০২৬, বুধবার ঢাকাস্থ আইএফআইসি টাওয়ারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।



আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ব্যাংকের চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস অ্যান্ড হেড অব অপারেশন্স জনাব হেলাল আহমেদ। ল্যাবএইড গ্রুপের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব সাকিফ শামীম।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার জনাব দিলীপ কুমার মণ্ডল, হেড অব কার্ড অ্যান্ড ডিজিটাল ব্যাংকিং জনাব মোঃ জাকির হোসেন-সহ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। ল্যাবএইড গ্রুপের পক্ষে লাইফপ্লাস বাংলাদেশ লিমিটেডের সিইও জনাব শরিফ মোঃ আবিদ; ল্যাবএইড হসপিটালস-এর ডেপুটি ম্যানেজার ও ইনচার্জ (কর্পোরেট সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট) জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান; ল্যাবএইড ক্যান্সার হাসপাতাল অ্যান্ড সুপার স্পেশালিটি সেন্টারের সিনিয়র ম্যানেজার ও সমন্বয়কারী (কর্পোরেট) জনাব আবু নাজিম-সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় আইএফআইসি ব্যাংকের সকল গ্রাহক, ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ এবং তাদের পরিবারবর্গ আইএফআইসি ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ল্যাবএইড গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ল্যাবএইড হসপিটালস, লাইফপ্লাস বাংলাদেশ লিমিটেড এবং ল্যাবএইড ক্যান্সার হাসপাতাল অ্যান্ড সুপার স্পেশালিটি সেন্টার–এই তিন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন টেস্ট এবং স্বাস্থ্যসেবায় বিশেষ ছাড় উপভোগ করতে পারবেন।

আইএফআইসি ব্যাংক ও বাটারফ্লাই মার্কেটিং লিমিটেডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর



আইএফআইসি ব্যাংকের গ্রাহকদের জন্য ইএমআই সুবিধা আরও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি ও দেশের শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিকস ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স বিপণন প্রতিষ্ঠান বাটারফ্লাই মার্কেটিং লিমিটেডের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৭ জুন ২০২৬, বুধবার ঢাকার আইএফআইসি টাওয়ারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয়।

অনুষ্ঠানে আইএফআইসি ব্যাংকের ডিএমডি ও চিফ ক্রেডিট অফিসার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, ব্যাংকের চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস অ্যান্ড হেড অব অপারেশন্স জনাব হেলাল আহমেদ ও হেড অব কার্ডস অ্যান্ড ডিজিটাল ব্যাংকিং জনাব মোঃ জাকির হোসেন উপস্থিত ছিলেন। বাটারফ্লাই মার্কেটিং লিমিটেডের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির হেড অব ট্রেজারি জনাব মোঃ শাহ নওয়াজ এবং অফিসার-ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। এছাড়াও উভয় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় আইএফআইসি ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডধারী গ্রাহকেরা বাটারফ্লাই মার্কেটিং লিমিটেড থেকে পণ্য কেনার ক্ষেত্রে ০% সুদে সর্বোচ্চ ২৪ মাস পর্যন্ত ইএমআই সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন।

আইএফআইসি ব্যাংক ও বেস্ট ওয়েস্টার্ন প্লাস বে হিলসের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর



আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি ও আন্তর্জাতিক হোটেল চেইন বেস্ট ওয়েস্টার্ন প্লাস বে হিলসের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৮ জুন ২০২৬, বৃহস্পতিবার ঢাকার আইএফআইসি টাওয়ারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয়।

আইএফআইসি ব্যাংকের ডিএমডি ও চিফ ক্রেডিট অফিসার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে ব্যাংকের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ব্যাংকের চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস অ্যান্ড হেড অব অপারেশন্স জনাব হেলাল আহমেদ এবং বেস্ট ওয়েস্টার্ন প্লাস বে হিলসের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির সিইও জনাব শাহাদত হোসেন বাহার।

অনুষ্ঠানে বেস্ট ওয়েস্টার্ন প্লাস বে হিলসের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির অ্যাডভাইজর ও জনপ্রিয় চিত্রনায়ক জনাব ওমর সানী এবং হেড অব সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং জনাব মোঃ আবু সেহরি ফরহাদ উপস্থিত ছিলেন। আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন হেড অব ব্র্যান্ডিং, কমিউনিকেশন্স অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স জনাব খন্দকার আনোয়ার এহতেশাম এবং হেড অব কার্ডস অ্যান্ড ডিজিটাল ব্যাংকিং জনাব মোঃ জাকির হোসেন। এ সময় উভয় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় আইএফআইসি ব্যাংকের গ্রাহকেরা কক্সবাজারে অবস্থিত বেস্ট ওয়েস্টার্ন প্লাস বে হিলস হোটেলে রুম ভাড়ায় ৬০% এবং আ-লা কার্ট মেনু ও বাঙ্কুয়েট হলে ১০% ছাড় উপভোগ করতে পারবেন।

আইএফআইসি ব্যাংক ও ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর



আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি ও দেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২৪ জুন ২০২৬, বুধবার ঢাকার আইএফআইসি টাওয়ারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয়।

আইএফআইসি ব্যাংকের ডিএমডি ও চিফ ক্রেডিট অফিসার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে ব্যাংকের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন ব্যাংকের চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস অ্যান্ড হেড অব অপারেশন্স জনাব হেলাল আহমেদ এবং ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির সিএফও জনাব শিব পদ দে।

অনুষ্ঠানে আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন হেড অব কার্ডস অ্যান্ড ডিজিটাল ব্যাংকিং জনাব মোঃ জাকির হোসেন। ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার, ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস জনাব তরিকুল ইসলাম। এ সময় উভয় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় আইএফআইসি ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডধারী গ্রাহকগণ ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের সকল পণ্যে ৩৬ মাস পর্যন্ত ইএমআই সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। এর মাধ্যমে গ্রাহকেরা সহজ ও সুবিধাজনক কিস্তিতে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক্স ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স পণ্য ক্রয়ের সুযোগ পাবেন।

আইএফআইসি ব্যাংক ও সুইসকন্টাক্ট-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর



বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী সবজি খাতের আন্তর্জাতিক মান উন্নয়ন এবং নিরাপদ খাদ্য রপ্তানি সক্ষমতা জোরদারে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সুইসকন্টাক্ট (Swisscontact)-এর প্রস্তাবিত একটি প্রকল্পে অংশীদার হিসেবে যুক্ত হয়েছে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি।

২২ জানুয়ারি ২০২৬, বৃহস্পতিবার ঢাকাস্থ আইএফআইসি টাওয়ারে অনুষ্ঠিত সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ব্যাংকের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা এবং সুইসকন্টাক্টের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব হেলাল হুসাইন।

দেশব্যাপী আইএফআইসি ব্যাংক-এর এটিএম বুথ উদ্বোধন

একযোগে আইএফআইসি ব্যাংকের ৮টি এটিএম বুথের উদ্বোধন



গ্রাহকদের আর্থিক লেনদেনকে আরও সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ করতে চলতি বছর দেশব্যাপী দেড় শতাধিক এটিএম বুথ স্থাপন করছে আইএফআইসি ব্যাংক। বছরজুড়ে গৃহীত এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ২৩ এপ্রিল ২০২৬, বৃহস্পতিবার রাজধানীর আইএফআইসি টাওয়ারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মো. মেহমুদ হোসেন ভার্চুয়ালি একযোগে ৮টি নতুন এটিএম বুথ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ এবং বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

এদিন রাজধানীসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, পটুয়াখালী, টাঙ্গাইল ও নরসিংদী জেলার এটিএম বুথগুলোতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ফিতা কেটে অনুষ্ঠানসমূহ সম্পন্ন করা হয়। গ্রাহক পরিষেবা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আইএফআইসি ব্যাংক এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে সারা দেশে ১,৪০০-এর অধিক শাখা ও উপশাখা নিয়ে আইএফআইসি ব্যাংক দেশের বৃহত্তম ব্যাংকিং নেটওয়ার্কগুলোর একটি হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে।

গাজীপুরের শ্রীপুরে আইএফআইসি ব্যাংকের এটিএম বুথ উদ্বোধন



আর্থিক লেনদেন আরও সহজ ও দ্রুততর করতে গাজীপুরের শ্রীপুরে অবস্থিত আরবেলা ফ্যাশন লিমিটেড প্রাঙ্গণে এটিএম বুথ স্থাপন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক। ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, মঙ্গলবার বুথটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ব্যাংকের হেড অব অপারেশন্স জনাব হেলাল আহমেদ ও আরবেলা ফ্যাশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম. ডি. জিয়াউল হাসান।

অনুষ্ঠানে আইএফআইসি ব্যাংকের গুলশান শাখার চিফ ম্যানেজার জনাব সৈয়দ হাসানুজ্জামান ও মাওনা শাখার ম্যানেজার জনাব মোঃ আরিফুর রহমান-সহ আইএফআইসি ব্যাংক ও আরবেলা ফ্যাশন লিমিটেডের অন্যান্য কর্মকর্তা ও গ্রাহকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এর মধ্য দিয়ে আইএফআইসি ব্যাংকের সম্মানিত গ্রাহকগণ এটিএম বুথটির মাধ্যমে সহজেই টাকা উত্তোলন, আইএফআইসি বা অন্য ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ও কার্ডে ফান্ড ট্রান্সফার, ব্যালেন্স চেক, মিনি স্টেটমেন্ট, কার্ড অ্যাক্টিভেশন ও পিন পরিবর্তনসহ অন্যান্য এটিএম-সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। আইএফআইসি ব্যাংক এ ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে গ্রাহকদের সুবিধা প্রদান করতে এবং দেশের আর্থিক খাতে ডিজিটাল রূপান্তরের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আইসিবি চত্বরে আইএফআইসি ব্যাংকের এটিএম বুথের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন



গ্রাহকদের জন্য ব্যাংকিং সেবা আরও সহজ, দ্রুত এবং অধিকতর সুবিধাজনক করতে ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) প্রাঙ্গণে একটি নতুন এটিএম বুথ স্থাপন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক। ৫ মার্চ ২০২৬, বৃহস্পতিবার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বুথটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আইএফআইসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মো. মেহমুদ হোসেন এবং আইসিবি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব নিরঞ্জন চন্দ্র দেবনাথ।

অনুষ্ঠানে আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা-সহ আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা

পরিচালকবৃন্দ, সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমের সদস্যবৃন্দ, আইএফআইসি ব্যাংক ও আইসিবি'র অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ।

নবউদ্বোধিত এই এটিএম বুথের মাধ্যমে গ্রাহকরা নগদ অর্থ উত্তোলন, আইএফআইসি ব্যাংক কিংবা অন্যান্য ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ও কার্ডে ফান্ড ট্রান্সফার, ব্যালেন্স অনুসন্ধান, মিনি স্টেটমেন্ট সংগ্রহ, কার্ড অ্যাক্টিভেশন, পিন পরিবর্তনসহ বিভিন্ন এটিএমভিত্তিক সেবা সহজেই গ্রহণ করতে পারবেন। গ্রাহকসেবার মানোন্নয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং সুবিধার বিস্তার এবং আধুনিক আর্থিক সেবায় সহজতর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে আইএফআইসি ব্যাংক নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ ধরনের উদ্যোগ ব্যাংকের সেবার পরিধি সম্প্রসারণের পাশাপাশি দেশের আর্থিক খাতে ডিজিটাল রূপান্তর ত্বরান্বিত করার অঙ্গীকারকেও আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত করে।

মণিপুরীপাড়ায় আইএফআইসি ব্যাংকের এটিএম বুথের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন



আর্থিক লেনদেন আরও সহজ এবং দ্রুততর করতে ঢাকার মণিপুরীপাড়ায় এটিএম বুথ স্থাপন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক। ২ মে ২০২৬, শনিবার বুথটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আইএফআইসি ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক জনাব কাজী মোঃ মাহবুব কাশেম, এফসিএ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা ও ব্যাংকের চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস অ্যান্ড হেড অব অপারেশন্স জনাব হেলাল আহমেদ। এ সময় আইএফআইসি ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তা, সম্মানিত অতিথি ও গ্রাহকগণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আইএফআইসি ব্যাংকের সম্মানিত গ্রাহকগণ এটিএম বুথটির মাধ্যমে সহজেই টাকা উত্তোলন, আইএফআইসি বা অন্য ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ও কার্ডে ফান্ড ট্রান্সফার, ব্যালেন্স চেক, মিনি স্টেটমেন্ট, কার্ড অ্যাক্টিভেশন ও পিন পরিবর্তনসহ অন্যান্য এটিএম-সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। আইএফআইসি ব্যাংক এ ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে গ্রাহকদের সুবিধা প্রদান করতে এবং দেশের আর্থিক খাতে ডিজিটাল রূপান্তরের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উল্লেখ্য, চলতি বছর দেশব্যাপী দেড় শতাধিক এটিএম বুথ স্থাপন করছে আইএফআইসি ব্যাংক। বর্তমানে সারাদেশে ১,৪০০-এর অধিক শাখা ও উপশাখা নিয়ে আইএফআইসি ব্যাংক দেশের বৃহত্তম ব্যাংকিং নেটওয়ার্কগুলোর একটি হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে।



নিকুঞ্জে আইএফআইসি ব্যাংকের এটিএম বুথের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

গ্রাহকদের আরও সহজ, দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে রাজধানীর নিকুঞ্জ এলাকায় আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'র নতুন এটিএম বুথের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। ৫ মে ২০২৬, মঙ্গলবার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এটিএম বুথটির উদ্বোধন করেন আইএফআইসি ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এবতাদুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিডিবিএল-এর এমডি অ্যান্ড সিইও জনাব মোঃ আবদুল মোতালেব, সিসিবিএল-এর ভারপ্রাপ্ত এমডি অ্যান্ড সিইও এ. এস. এম. খায়রুজ্জামান, অ্যারিস্টোক্র্যাট অ্যাডভাইজার্স অ্যান্ড অ্যারেঞ্জার্স-এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এ. হাফিজ-সহ অন্যান্য সম্মানিত অতিথি, গ্রাহক এবং আইএফআইসি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন এই এটিএম বুথ চালু হওয়ার ফলে নিকুঞ্জ ও আশপাশের এলাকার গ্রাহকগণ এটিএম বুথটির মাধ্যমে সহজেই টাকা উত্তোলন, আইএফআইসি বা অন্য ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ও কার্ডে ফান্ড ট্রান্সফার, ব্যালেন্স চেক, মিনি স্টেটমেন্ট, কার্ড অ্যাক্টিভেশন ও পিন পরিবর্তনসহ অন্যান্য এটিএম-সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। গ্রাহকদের দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেনকে আরও সুবিধাজনক, নিরাপদ ও সময়সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যেই আইএফআইসি ব্যাংক দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণ করে আসছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছর দেশব্যাপী দেড় শতাধিক এটিএম বুথ স্থাপন করছে আইএফআইসি ব্যাংক। বর্তমানে সারা দেশে ১,৪০০-এর অধিক শাখা ও উপশাখা নিয়ে আইএফআইসি ব্যাংক দেশের বৃহত্তম ব্যাংকিং নেটওয়ার্কগুলোর একটি হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে।

আইএফআইসি ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মসূচি

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'র ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত



আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'র ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার, ২৯ জুন ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। হাইব্রিড পদ্ধতিতে আয়োজিত সভাটি ঢাকার আর্মি গলফ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং একই সঙ্গে ভার্চুয়ালি শেয়ারহোল্ডাররা এতে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও স্বতন্ত্র পরিচালক জনাব মো. মেহমুদ হোসেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান ও স্বতন্ত্র পরিচালক জনাব মোঃ এবতাদুল ইসলাম; অডিট কমিটির চেয়ারম্যান ও স্বতন্ত্র পরিচালক জনাব কাজী মোঃ মাহবুব কাশেম, এফসিএ; নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ও পরিচালক জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা; আইএফআইসি সিকিউরিটিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও পরিচালক জনাব মুহাম্মদ মনজুরুল হক; ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা; কোম্পানি সেক্রেটারি জনাব মোকাম্মেল হক এবং ব্যাংকের সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ।

সভায় ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুমোদন, নিরীক্ষক নিয়োগসহ নির্ধারিত সকল এজেন্ডা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। ব্যাংকের কোম্পানি সেক্রেটারি জনাব মোকাম্মেল হক সভাটি পরিচালনা করেন।

আইএফআইসি ব্যাংকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপিত



"আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার– সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার" প্রতিপাদ্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি। ৮ মার্চ ২০২৬, রবিবার ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয় আইএফআইসি টাওয়ারের মাল্টিপারপাস হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা। ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে দৈনন্দিন কাজে অসামান্য সহযোগিতার জন্য সকল নারী সাপোর্ট স্টাফকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন, নারীর ক্ষমতায়নে আইএফআইসি ব্যাংক দেশের ব্যাংকিং খাতে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকের মেধাভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে নারী কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৩০%, যা ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে অগ্রগণ্য।

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে সীমিত পরিসরে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ছিলেন আইএফআইসি টাওয়ারের সকল নারী সাপোর্ট স্টাফ ও বিভিন্ন বিভাগের নারী প্রধানগণ। এছাড়া অনুষ্ঠানে ব্যাংকের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমের সদস্যদের মধ্যে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ- জনাব মোঃ মনিতুর রহমান, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, জনাব কে. এ. আর. এম. মোস্তফা কামাল ও জনাব শেখ আকতার উদ্দীন আহমেদ-সহ প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আইএফআইসি ব্যাংকের নেতৃত্বে পটুয়াখালীতে ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ উদ্যোগ’ সম্প্রসারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মসূচি



সম্পন্ন হলো পটুয়াখালীতে দুই দিনব্যাপী ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ উদ্যোগ’ সম্প্রসারণ বিষয়ক বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিটাল লেনদেনে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম। দেশব্যাপী এই আয়োজনের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী কর্মসূচিতে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি লিড ব্যাংক হিসেবে নেতৃত্ব প্রদান করে। আয়োজনের প্রথম দিন ১৯ এপ্রিল ২০২৬, রবিবার সকালে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারী অতিথি ও বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তারা শহর প্রদক্ষিণ করেন। র‍্যালি শেষে পটুয়াখালী জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট-১-এর পরিচালক জনাব আ. ন. ম. মঈনুল কবীরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক জনাব আরিফ হোসেন খান। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আবুল বসার, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বরিশাল অফিস, বাংলাদেশ ব্যাংক; জনাব কিশোর রায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল), পটুয়াখালী; জনাব মোঃ তামিম নূর ইসলাম, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, পটুয়াখালী এবং জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আইএফআইসি ব্যাংক। সেমিনারে বক্তারা ডিজিটাল লেনদেন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং এ সংক্রান্ত সমষ্টিগত কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এছাড়া সেমিনারস্থলে বিভিন্ন বুথে অতিথিদের কিউআর কোড ব্যবহারের মাধ্যমে লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়।

একই ধারাবাহিকতায় ২০ এপ্রিল ২০২৬, সোমবার পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারিদের মাঝে ক্যাশলেস প্রযুক্তিনির্ভর লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করতে দিনব্যাপী বিশেষ সেমিনার ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারিগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

আইএফআইসি ব্যাংকে ‘তফসিলভুক্ত ব্যাংকের শাখা কর্তৃক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত



দেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক আইএফআইসি’র উদ্যোগে ব্যাংকের মুদ্রা ব্যবস্থাপনাকে আরও সুসংহত, সুশৃঙ্খল ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘তফসিলভুক্ত ব্যাংকের শাখা কর্তৃক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ক কর্মশালা।

সম্প্রতি ৪ এপ্রিল, ২০২৬ শনিবার, ঢাকার পুরানা পল্টনস্থ আইএফআইসি টাওয়ারে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকিং খাতের মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ও নগদ অর্থ প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন দিক, চ্যালেঞ্জ ও সমাধান নিয়ে আয়োজিত এ কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং অ্যাকাডেমির (বিবিটিএ) পরিচালক জনাব এ. কে. এম. রেজাউল করিম। তিনি বর্তমান নীতিমালা, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা এবং আধুনিক নগদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি’র কাস্টমার সার্ভিস সেন্টারের প্রধান জনাব ঠাকুর লক্ষণ চন্দ্র ঘোষ এবং কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রধান জনাব উইলিয়াম চৌধুরী।

হাইব্রিড মডেলে আয়োজিত এই কর্মশালায় আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি’র ঢাকা ও ঢাকা অঞ্চলস্থ বিভিন্ন শাখা ও উপশাখার ৬ শতাধিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচ্ছন্ন নোট নীতিমালা, নোট রিফান্ড রেগুলেশন, নোট সর্টিং, জাল নোট শনাক্তকরণ ও প্রচলন প্রতিরোধ এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

তেজগাঁওয়ে কোরবানির পশুর হাটে ‘আইএফআইসি ডিজিটাল পেমেন্ট বুথ’ উদ্বোধন



ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে কোরবানির পশুর হাটে আর্থিক লেনদেনকে আরও নিরাপদ, সহজ ও কার্যকর করতে তেজগাঁওয়ে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সংলগ্ন কোরবানির পশুর হাটে ‘আইএফআইসি ডিজিটাল পেমেন্ট বুথ’ উদ্বোধন করা হয়। রবিবার, ২৪ মে ২০২৬ তারিখে আইএফআইসি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই ডিজিটাল পেমেন্ট বুথটির উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জনাব শেখ আকতার উদ্দীন আহমেদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ অব লোন পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট; জনাব হেলাল আহমেদ, চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস অ্যান্ড হেড অব অপারেশন্স; জনাব আইনুল ইসলাম চঞ্চল, সভাপতি, হাট পরিচালনা কমিটি-সহ আইএফআইসি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

এই ডিজিটাল বুথের মাধ্যমে পশুর হাটে তাৎক্ষণিক হিসাব খোলা, ডেবিট কার্ড ইস্যু, ফান্ড ট্রান্সফার, নগদ জমা, এটিএম সেবা, কিউআর (QR) পেমেন্ট, পিওএস (POS) সুবিধা, জাল নোট শনাক্তকরণসহ বিভিন্ন ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হয়।

যশোরে আইএফআইসি ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত



আইএফআইসি ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে যশোরে আয়োজিত হলো সিএমএসএমই (CMSME) খাতে নারী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ। সম্প্রতি ২১ এপ্রিল ২০২৬, মঙ্গলবার যশোর শহরের একটি মিলনায়তনে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়।

আইএফআইসি ব্যাংকের খুলনা বিভাগের রিজিওনাল হেড জনাব মোঃ ইফতেখার আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রুকনুজ্জামান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (পরিদর্শন) জনাব এস. এম. কামালুজ্জামান কামাল। এ সময় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের হেড অব ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট জনাব আবদুল্লাহ আল-হাফিজ এবং হেড অব এসএমই অ্যান্ড রিটেইল ডিপার্টমেন্ট (চলতি দায়িত্বে) জনাব ফারিহা হায়দার।

অনুষ্ঠানে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের খুলনা অফিসের এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ রিয়াজুল হক। তিনি এক সেশনে নারী উদ্যোক্তাদের ঋণপ্রাপ্তির প্রস্তুতি, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা এবং ‘জেন্ডার সংবেদনশীল ব্যাংকিং চর্চা ও সেবা প্রদান পদ্ধতি’ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে ৪০ জন নারী উদ্যোক্তার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের অতিথিবৃন্দ, আইএফআইসি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

আইএফআইসি ব্যাংকের টানা ৪র্থ বার PCI DSS সার্টিফিকেট অর্জন



কার্ড ডেটা নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'র ধারাবাহিক অঙ্গীকার ও সক্ষমতার প্রতিফলন হিসেবে ব্যাংকটি টানা চতুর্থ (৪র্থ) বছরের মতো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পেমেন্ট কার্ড ইন্ডাস্ট্রি ডেটা সিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ড (PCI DSS) সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বৃহস্পতিবার ঢাকাস্থ আইএফআইসি টাওয়ারে অনুষ্ঠিত সার্টিফিকেশন হস্তান্তর অনুষ্ঠানে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে PCI DSS সার্টিফিকেশন হস্তান্তর করেন সার্টিফিকেশন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান রিস্ক অ্যাসোসিয়েটস (Risk Associates)-এর সিইও ড. আফতাব রিজভি এবং এসএসএল ওয়্যারলেস (SSL Wireless) লিমিটেড-এর সিইও জনাব ইফতেখার আলম ইসহাক। অনুষ্ঠানে আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং রিস্ক অ্যাসোসিয়েটস ও এসএসএল ওয়্যারলেস লিমিটেড-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

PCI DSS সার্টিফিকেশন ব্যাংকের কার্ড কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা এবং ডিজিটাল পেমেন্ট সেবায় গ্রাহকের আস্থা সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণের মাধ্যমে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি কার্ড ডেটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী, আধুনিক ও যুগোপযোগী করছে, যা গ্রাহকের সংবেদনশীল তথ্যের অধিকতর সুরক্ষা নিশ্চিত করবে এবং ডিজিটাল ও কার্ডভিত্তিক ব্যাংকিং সেবায় আস্থা বৃদ্ধি করবে।



বিশ্বকাপের উন্মাদনায়, প্রিয় দলের জার্সিতে একসঙ্গে আইএফআইসি পরিবারের সদস্যরা– ভিন্ন দলের সমর্থন, একটাই বন্ধন; আনন্দ, উৎসাহ ও একতার উদ্‌যাপন

















পরিবারে যারা এলো



ওয়ার্দা রুহামা
জন্ম : ১ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ রোমান সরকার
লালমনিরহাট শাখা

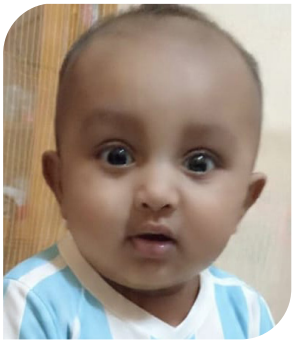

আজওয়াদ জাইন
জন্ম : ২ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ শাহাদাত হোসেন
কেরানীহাট শাখা



মেহরোজ
জন্ম : ২ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ শামীম আহমেদ
আতাইকুলা উপশাখা



সাবিহা নূর সারার
জন্ম : ৬ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ সজীব সরকার
প্রধান কার্যালয়



মাবরুক হাসান মিহান
জন্ম : ৬ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : মেহেদী হাসান
তালোরা উপশাখা



আনাস ইসলাম রায়ান
জন্ম : ৭ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ আরিফুল ইসলাম
তাহেরপুর শাখা



মেহনাজ আবেদীন
জন্ম : ১১ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : মিনহাজুল আবেদীন
দোভাশী বাজার উপশাখা



শেখ আফফান আবদুল্লাহ
জন্ম : ১১ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : এস.কে. সাইদুর রহমান
রামদিয়া বাজার উপশাখা



মোঃ আজান ইলহান হাসান
জন্ম : ১১ জানুয়ারি ২০২৬
মাতা : নিঝুম আরা মেধা
নর্থ ব্রুক হল রোড শাখা



ইজহান ইয়াসির ইরাদ
জন্ম : ১২ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ ইয়াসির আরাফাত নওশাদ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখা



রিসালাত সিনান
জন্ম : ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ আব্দুল্লা আল নোমান
সাপাহার উপশাখা



আরাধ্যা শীল পৌলমী
জন্ম : ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : প্রশান্ত কুমার শীল
প্রধান কার্যালয়

পরিবারে যারা এলো



আরশান মাহবীর
জন্ম : ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ মহিউদ্দিন পাটোয়ারী
রামকৃষ্ণপুর উপশাখা



মুত্তাকি নূর
জন্ম : ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : রেহান উদ্দিন মাহমুদ
প্রধান কার্যালয়



রুবাইশা বিনতে ইস্তিয়াক
জন্ম : ২০ জানুয়ারি ২০২৬
মাতা : একরাতুল জান্নাত রিয়া
গুলশান শাখা



মুনাফ ইসলাম সাবিত
জন্ম : ২১ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ বায়েজিদ ইসলাম
হাজীগঞ্জ ওয়াপদার পুল উপশাখা



মোঃ শাহজাইন হোসেন
জন্ম : ২১ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ শাহাদাত হোসেন
প্রধান কার্যালয়



রুফাইদা নুর রাফসি
জন্ম : ২২ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : এ. কে. এম. রাকিব-উল-ইহশান
আটওয়ারী উপশাখা



রাফিয়া ইসলাম
জন্ম : ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ রাশিক জাওয়াদ
রোটোন্দিয়া বাজার কালুখালী উপশাখা



আবদুস সবুর শায়ান
জন্ম : ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
মাতা : বনানী চৌধুরী
মালিবাগ শাখা



শানায়া হোসাইন সেহরিশ
জন্ম : ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ সেলিম হোসেন
নাটোর শাখা



ভোমিকা ধর
জন্ম : ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : চন্ময় ধর দীপ্ত
ইলিয়টগঞ্জ উপশাখা



শিফান আজমাঈন
জন্ম : ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : মাহফুজ আলম
ডিমলা উপশাখা



মরিয়ম বিনতে তারেক
জন্ম : ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
পিতা : তারেক রহমান নিপুন
বিজয়নগর আমতলী বাজার উপশাখা

পরিবারে যারা এলো



দেব প্রিয়া ভৌমিক
জন্ম : ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : দিবাকর ভৌমিক
জলিরপার বাজার উপশাখা



শেহরীন তাজওয়ার
জন্ম : ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ তাজদুল ইসলাম
ভাটিয়াপাড়া উপশাখা



প্রত্যুষা বরুয়া
জন্ম : ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : পার্থ বড়ুয়া
ফটিকছড়ি শাখা



মেহনীল করিম আয়রা
জন্ম : ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ রেজাউল করিম বাপ্পি
বারিধারা জে ব্লক উপশাখা



আরাফ ভুইয়া
জন্ম : ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ পারভেজ ভূঁইয়া
আখাউরা শাখা



মোসা. জুনাইরা জান্নাত জিম
জন্ম : ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
হবিগঞ্জ শাখা



মোঃ তাহজীব জামান ভূঁইয়া
জন্ম : ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
মাতা : সারগিনা আক্তার
কাটিয়াদি উপশাখা

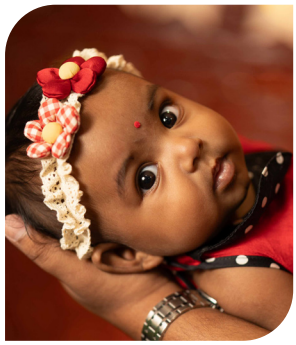

অতৃষা ভৌমিক
জন্ম : ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : অনিক ভৌমিক
ফুলতলা বাজার-সাতকানিয়া উপশাখা



নাওয়াজ সাজমান শাফি
জন্ম : ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : শিহাব উদ্দিন
রায়পুর উপশাখা



ইনায়া মেহজাবীন আয়াত
জন্ম : ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ মেহেদী হাসান
ভবানীগঞ্জ উপশাখা



জুনাইরা হাসান আমায়া
জন্ম : ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : অমিত হাসান
হাজিগঞ্জ বাজার উপশাখা



মায়াচোসিং মারমা
জন্ম : ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : হ্লা সিংনু মারমা
বান্দরবান শাখা

পরিবারে যারা এলো

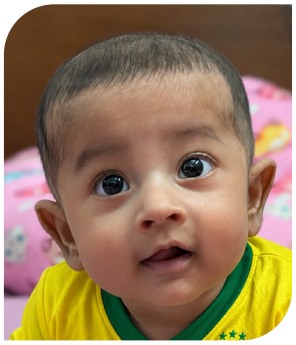

মোহাম্মদ
জন্ম : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ তাসমীর হাসান চৌধুরী
আনোয়ারা শাখা



আহারশি বণিক
জন্ম : ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : পিয়াল বণিক
পোদ্দার বাজার উপশাখা

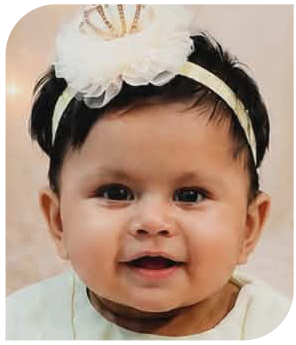

শেখ মীরাব আনজিশা
জন্ম : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : শেখ ইয়াসির আল মেশকাত
তালশহর উপশাখা



মিরহান মুহাম্মদ চৌধুরী
জন্ম : ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : শাকিল হায়দার চৌধুরী
প্রধান কার্যালয়



সারিনা আনজুম হুমাইরা
জন্ম : ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
মাতা : নাজুফা ইসলাম নাজনীন
ভাঙ্গা বাজার উপশাখা



অরহান মাহ্‌মুদ আহ্‌নাফ
জন্ম : ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ শাহারিয়ার মাহ্‌মুদ
মাওনা শাখা



উনাইসা শেহরিশ
জন্ম : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : এ.এস.এম. শাহরিয়ার হাবীব
বিমান মোড় উপশাখা



মেহরিশ মাসুদ
জন্ম : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : মাসুদ মুন্সী
রেসকোর্স উপশাখা



সাইবা সরওয়ার সানা
জন্ম : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : কামাল সারোয়ার মানিক
টেকনাফ উপশাখা



ইনশিয়া ইসলাম
জন্ম : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ মাইদুল ইসলাম
প্রধান কার্যালয়



আইনুর রহমান আনায়া
জন্ম : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিতা : মোঃ আশিকুর রহমান সনি
নালুয়া উপশাখা



শেহজাদ মোহাম্মদ খান
জন্ম : ২ মার্চ ২০২৬
পিতা : মোঃ সাইফুল খান
ম্যাডাম বিবির হাট শাখা

পরিবারে যারা এলো



জাইফা জান্নাত
জন্ম : ৭ মার্চ ২০২৬
মাতা : জান্নাতুন নাঈমা চৌধুরী
স্টক এক্সচেঞ্জ শাখা



মোঃ ফাইয়াজ সালাহউদ্দিন
জন্ম : ৭ মার্চ ২০২৬
পিতা : মোঃ সালাহ উদ্দিন
কাওরান বাজার শাখা



নুসাইবা লিনাসি পারিসা
জন্ম : ৮ মার্চ ২০২৬
পিতা : এম. আরিফ রায়হান শুভ
প্রধান কার্যালয়



মারিয়াম মেহনূর আরিশা
জন্ম : ১০ মার্চ ২০২৬
পিতা : মোঃ জামাল উদ্দিন
গুলশান-তেজগাঁও লিঙ্ক রোড শাখা



দেবাংশী সাহা
জন্ম : ১০ মার্চ ২০২৬
পিতা : দীপু সাহা
বারবাজার উপশাখা



ইবাদ সাহির
জন্ম : ১১ মার্চ ২০২৬
পিতা : মোঃ আবু তালহা
গুলশান শাখা

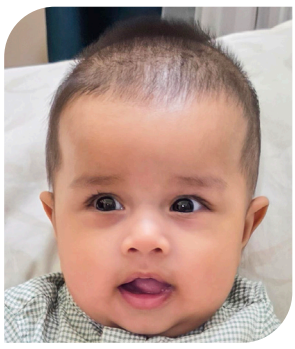

আজওয়াদ তাসরিফ সাহির
জন্ম : ১১ মার্চ ২০২৬
পিতা : এস.এম. আসিকুজ্জামান
নবাবগঞ্জ এসএমই/কৃষি শাখা



ইকরা বিনতে জামান
জন্ম : ১৪ মার্চ ২০২৬
পিতা : আসাদুজ্জামান মুক্তা
ত্রিশাল উপশাখা



নুরাইন হাসান ইয়াফি
জন্ম : ১৫ মার্চ ২০২৬
পিতা : নাজমুল হাসান রিফাত
কচুক্ষেত উপশাখা



মোঃ তাইমুর রহমান তাসিম
জন্ম : ২২ মার্চ ২০২৬
পিতা : মোঃ মোশাররফ হোসেন
পাটগ্রাম উপশাখা



আরুশি চক্রবর্তী
জন্ম : ২৪ মার্চ ২০২৬
মাতা : উর্মি রানী আচার্য্য
বনশ্রী শাখা



তাসফিন আহমেদ সারিয়ান
জন্ম : ২৭ মার্চ ২০২৬
পিতা : তৌকির আহমেদ
প্রধান কার্যালয়

পরিবারে যারা এলো



ঋদ্ধ্যশ্লোক ঘোষ
জন্ম : ২৮ মার্চ ২০২৬
পিতা : জয়দীপ ঘোষ শুভ
মদনহাট উপশাখা



ইয়ালিনা আনাবিয়া
জন্ম : ২৯ মার্চ ২০২৬
পিতা : মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ শাতিল
প্রধান কার্যালয়



সালভীন আহসান
জন্ম : ৩০ মার্চ ২০২৬
পিতা : মোঃ নাজমুল আহসান
বোয়ালমারি উপশাখা



মোঃ ইরতিজা ফারিশ
জন্ম : ৩১ মার্চ ২০২৬
পিতা : মোঃ রিয়াজ হোসেন
পাইকশা বাজার উপশাখা



আজলিন আহমেদ নিমেরাহ
জন্ম : ১ এপ্রিল ২০২৬
মাতা : ইয়াসমিন জাহান
প্রধান কার্যালয়



উজাইর গালিব ইজহান
জন্ম : ৩ এপ্রিল ২০২৬
পিতা : আবু সুফিয়ান নাঈম
বগুড়া শাখা



তাইয়্যিবা ইসলাম জারা
জন্ম : ৪ এপ্রিল ২০২৬
পিতা : জহিরুল ইসলাম
চন্দ্রা এসএমই/কৃষি শাখা



উমাইজা আমরিন তুবা
জন্ম : ৫ এপ্রিল ২০২৬
পিতা : মোঃ আফসান হোসেন মিতুল
নিকুঞ্জ-২ উপশাখা



জাভেরিয়া আফনান নূর
জন্ম : ৬ এপ্রিল ২০২৬
পিতা : আল রাফি আহমেদ নিপুন
টানবাজার শাখা



আশফাক আজিয়ান
জন্ম : ৯ এপ্রিল ২০২৬
পিতা : সিকদার তানভীর হাসান
সন্দ্বীপ শাখা



হাম্মাদ উল ইবতিহাজ
জন্ম : ৯ এপ্রিল ২০২৬
পিতা : মোহাম্মদ ওমর পারভেজ
মাতারবাড়ী মহেশখালী উপশাখা



মোঃ নিয়ায সাইফান
জন্ম : ১১ এপ্রিল ২০২৬
পিতা : মোঃ নাদিম হোসেন মন্ডল
নওগাঁ শাখা

পরিবারে যারা এলো



ফাওজান ইসলাম রাইয়ান
জন্ম : ১১ এপ্রিল ২০২৬
পিতা : মোঃ নজরুল ইসলাম
নোয়াখালী শাখা



মুসান্নিফ আহমেদ আতিফ
জন্ম : ১২ এপ্রিল ২০২৬
পিতা : মোঃ ফয়েজ আহমেদ
আজমেরিবাগ তলা উপশাখা



মোঃ আয়হান আবরার (সাহীর)
জন্ম : ১৪ এপ্রিল ২০২৬
পিতা : মোঃ শাবিবুল্লাহ
বোদা বাজার উপশাখা



মুহাম্মদ
জন্ম : ১৫ এপ্রিল ২০২৬
পিতা : মোঃ ইকরামুল ইসলাম
বাংলা বাজার উপশাখা



আরহাম রহমান আনান
জন্ম : ১৬ এপ্রিল ২০২৬
পিতা : মোঃ লুৎফর রহমান
লালমনিরহাট শাখা



সাবিহা তুজ জাহরা
জন্ম : ১৮ এপ্রিল ২০২৬
পিতা : মোহাম্মদ জিয়াদ আল মুগনি শিহান
গোদনাইল চৌধুরীবাড়ী উপশাখা



উমাইজা জান্নাত ফারিশতা
জন্ম : ১৯ এপ্রিল ২০২৬
মাতা : শাহানা জান্নাত ইতি
সায়েন্স ল্যাব উপশাখা



প্রিতুল চৌধুরী বৈশাকী
জন্ম : ২০ এপ্রিল ২০২৬
পিতা : টিপু চৌধুরী
রুস্তমহাট উপশাখা



রাবাব মুহুইশুন মাহমুদ
জন্ম : ২০ এপ্রিল ২০২৬
মাতা : শারমিন নাহার
বড় বাজার-গাবতলী উপশাখা



আনায়া আজাদ মেহভীন
জন্ম : ২০ এপ্রিল ২০২৬
পিতা : এ. কে. এম. আল-আমিন
আর.কে. মিশন উপশাখা



জায়ান মোহাম্মদ নির
জন্ম : ২১ এপ্রিল ২০২৬
পিতা : মোঃ জাকির হোসেন
আড়াইহাজার শাখা



মোহাম্মদ শিফান শাহজাইন
জন্ম : ২৩ এপ্রিল ২০২৬
মাতা : শাহিদা আফরোজা
খাতুনগঞ্জ শাখা

পরিবারে যারা এলো

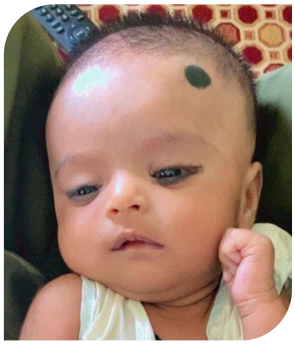

জুনায়েদ হোসেন
জন্ম : ২৬ এপ্রিল ২০২৬
পিতা : জ্যোতি মোহন
বনানী চেয়ারম্যানবাড়ি উপশাখা



ইলহাম সাদিক
জন্ম : ২৭ এপ্রিল ২০২৬
পিতা : আরিফুস সাদিক
প্রধান কার্যালয়



দেবাংশী রায়
জন্ম : ১ মে ২০২৬
পিতা : দেবর্ষি রায়
শমশের নগর উপশাখা



ইমারা হোসেন
জন্ম : ৩ মে ২০২৬
মাতা : তারান্নুম আইমান
পি. সি. রোড উপশাখা

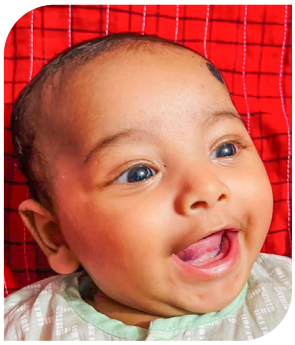

প্রজন্ম প্রিতভিক দাস
জন্ম : ৬ মে ২০২৬
পিতা : জয় প্রকাশ দাস
ফয়লাহাট উপশাখা



ইনায়া নূর
জন্ম : ৮ মে ২০২৬
পিতা : হোসেন মাহমুদ
শিবগঞ্জ বাজার উপশাখা



নাইফ আবদুল্লাহ
জন্ম : ৮ মে ২০২৬
পিতা : মোঃ রিদয় হোসেন
সেতাবগঞ্জ এসএমই/কৃষি শাখা



মাইশা জান্নাত
জন্ম : ৮ মে ২০২৬
পিতা : মোঃ মাসুদ রানা
প্রধান কার্যালয়



তাজবীর আরহাম
জন্ম : ১০ মে ২০২৬
মাতা : তাজরিয়ান বিনতে মোস্তাফিজ
জয়পুরহাট শাখা



ইহান আহমেদ
জন্ম : ১১ মে ২০২৬
পিতা : মোঃ ইস্তিয়াক আহমেদ
বোয়ালমারি উপশাখা



ইসফাহান ইসলাম
জন্ম : ১৩ মে ২০২৬
পিতা : জায়েদুল ইসলাম
গুনাগরী উপশাখা



সপ্তর্ষী সরদার
জন্ম : ১৩ মে ২০২৬
পিতা : সুবীর সরদার
ফুলতলা বাজার উপশাখা-নোয়াপাড়া

পরিবারে যারা এলো



মনসুর ইজাজ সাদ
জন্ম : ১৬ মে ২০২৬
পিতা : সাইফুল ইসলাম মামুন
গাজীপুর চৌরাস্তা শাখা



ফারিশতা সিরাজী
জন্ম : ১৬ মে ২০২৬
পিতা : শাহিন সিরাজী
শ্রীমঙ্গল শাখা



আফিয়া হক জোহা
জন্ম : ১৬ মে ২০২৬
পিতা : মাহমুদুল হক
প্রধান কার্যালয়



আজরিয়া আকসা প্রিয়
জন্ম : ১৭ মে ২০২৬
পিতা : মোহাম্মদ আতিকুর রহমান
গরিবে নেওয়াজ অ্যাভিনিউ শাখা



আযওয়াদ আকিফ পৃথিবী
জন্ম : ১৭ মে ২০২৬
পিতা : মোহাম্মদ আতিকুর রহমান
গরিবে নেওয়াজ অ্যাভিনিউ শাখা



অরিত্রিকা রায়
জন্ম : ১৮ মে ২০২৬
পিতা : রাজেশ রায়
ময়েন্দিয়া বাজার উপশাখা



মোঃ সাফায়াত ইসলাম খান
জন্ম : ১৮ মে ২০২৬
পিতা : মোঃ সানোয়ার উল্লাহ খান
গোয়ালন্দ শাখা



নাজাত এ নজরুল
জন্ম : ২০ মে ২০২৬
পিতা : মোঃ নজরুল ইসলাম
জিরানি বাজার শাখা



তাহরীন ওয়াহাব সায়েশা
জন্ম : ২১ মে ২০২৬
পিতা : মোঃ গালিব হোসেন
বোর্ড বাজার শাখা



আরশিয়া মেহনূর আভা
জন্ম : ২২ মে ২০২৬
পিতা : মোঃ আসাদুজ্জামান
বল্লা উপশাখা



সৈয়দা আরশিয়া
জন্ম : ২৪ মে ২০২৬
পিতা : সৈয়দ শালা উদ্দিন
প্রধান কার্যালয়

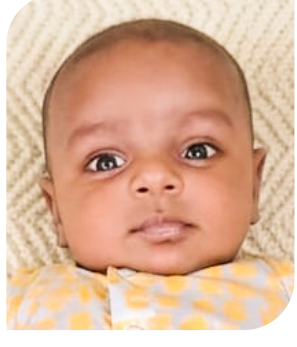

ঋদ্ধ প্রাচুর্য
জন্ম : ২৬ মে ২০২৬
পিতা : সাদ্দাম হোসেন
প্রধান কার্যালয়

পরিবারে যারা এলো



হানিয়া ইসলাম নিহা
জন্ম : ৩০ মে ২০২৬
মাতা : সৈয়দা মারজানা ইউসুফ
ছোট কুমিরা উপশাখা



ওয়াজিনাহ মেহজিয়া শাহ
জন্ম : ৩১ মে ২০২৬
পিতা : মোঃ রায়হান শাহ
বোয়ালখালী শাখা



মিভরান আরিশ ফায়াদ
জন্ম : ৩১ মে ২০২৬
পিতা : মিহাদ হোসেন
প্রধান কার্যালয়



ইনায়রাহ বিনতে ওমর
জন্ম : ২ জুন ২০২৬
পিতা : মোঃ ওমর সাঈদ রিয়াদ
আগ্রাবাদ শাখা



প্রনিকা পাল
জন্ম : ৫ জুন ২০২৬
মাতা : অনুপা সাহা
ময়মনসিংহ শাখা



আমাতুল্লাহ আয়রা
জন্ম : ৮ জুন ২০২৬
পিতা : মোঃ ফাহিম
করটিয়া শাখা



খান জাইফ আরহাম শায়ান
জন্ম : ১০ জুন ২০২৬
পিতা : খান জিহাদুল হাসান
চন্দ্রা এসএমই/কৃষি শাখা



মাসরুর মাহিন
জন্ম : ১১ জুন ২০২৬
পিতা : মেহেদী আল-আমিন
প্রধান কার্যালয়



অমিয় গুহ পূর্ণ
জন্ম : ২৩ জুন ২০২৬
পিতা : প্রীতম কুমার গুহো
আতাইকুলা উপশাখা

যাদের হারিয়েছি



পুলক রঞ্জন সাহা
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৩৩০
ট্রানজ্যাকশন সার্ভিস অফিসার
রাজশাহী লক্ষ্মীপুর উপশাখা



মোঃ ফয়েজ আহমেদ ভুঁইয়া
এমপ্লয়ি আইডি : ০০২০১৫
অফিসার, মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস
কুমিল্লা শাখা



সুদীব সাহা
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪২৭৪
কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজার
নড়াইল শাখা



নিলয় সরকার
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭১০৬
অফিসার, লোন পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট
পোড়াদহ শাখা

IFIC

অবিচল বিশ্বাসের ৫০ বছর

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পরস্পরের
প্রতি আস্থার সম্পর্কই শক্তি
হয়েছে সমৃদ্ধ আগামীর পথে
এগিয়ে যাবার।

৫০ বছরের অভিজ্ঞতা ও অর্জনের এই পথচলায় পাশে থাকার জন্য সকল সম্মানিত গ্রাহক, শেয়ারহোল্ডার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি

৩২.৭৫%
সরকারি মালিকানা

১৪০০+
শাখা-উপশাখা
দেশের বৃহত্তম
ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক

৫৫,০০০+
কোটি টাকার
আমানত

২৫ লাখ+
গ্রাহক

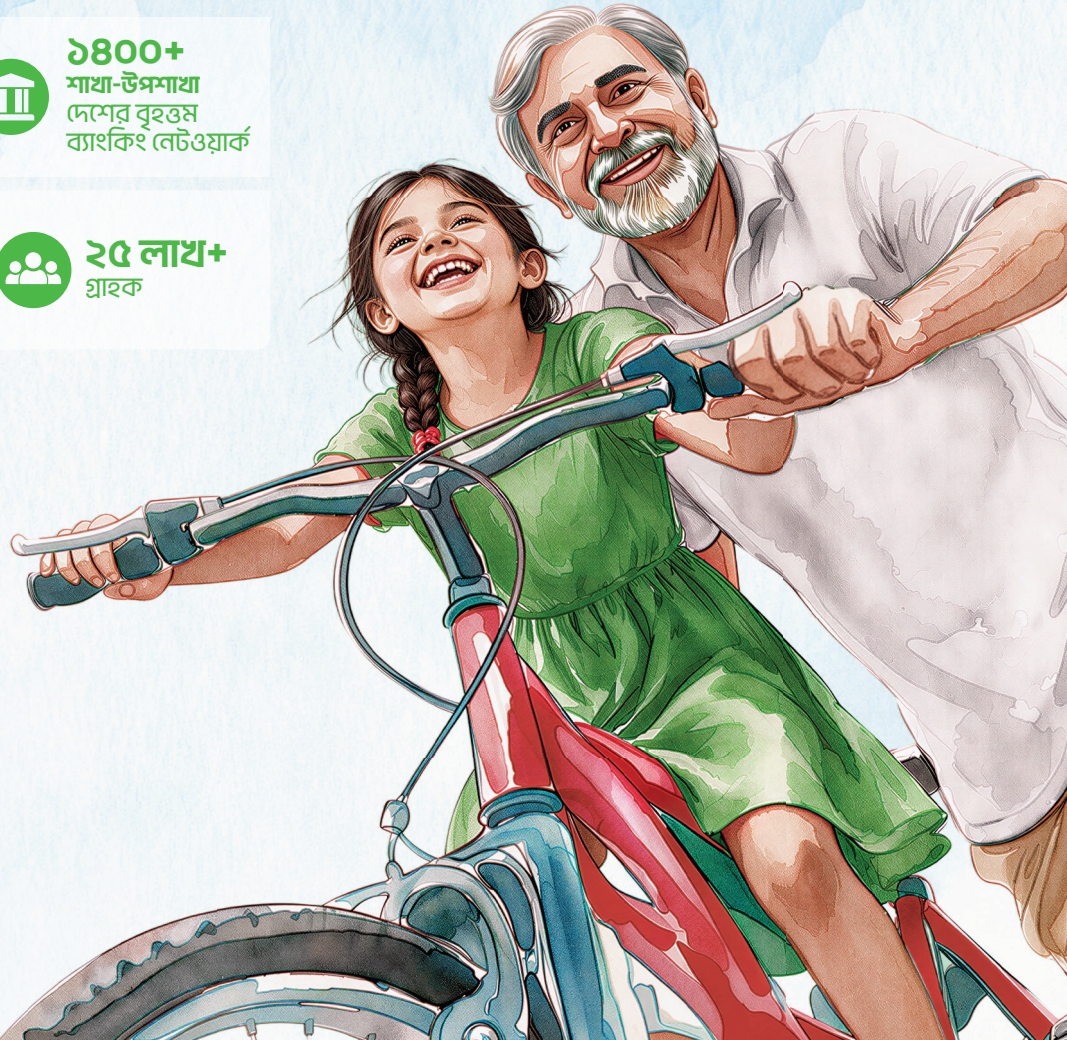

অবিচল বিশ্বাসের





Published by :

IFIC Bank PLC

Head Office: IFIC Tower, 61 Purana Paltan
Dhaka 1000, Bangladesh
16255, Hunting Number: 09666716250
newsletter@ificbankbd.com
info@ificbankbd.com IFICBankPLC
www.ificbank.com.bd

শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক
আইএফআইসি আপনার প্রতিবেশী হয়ে
ছড়িয়ে আছে সারা দেশে

এজেন্ট নয় সরাসরি ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং